বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

প্রকাশনায়:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল
অক্টোবর, ২০২২

মুদ্রণে
পায়রা ইন্টারন্যাশনাল
১৭৩, ফকিরাপুল, আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ভাবনা
উপপরিচালক (উপসচিব)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

"I have a very good exportable commodities like jute, like tea, like hide and skins, fish. I have forest goods. I can export many things."......

Bangabandhu, father of the nation.

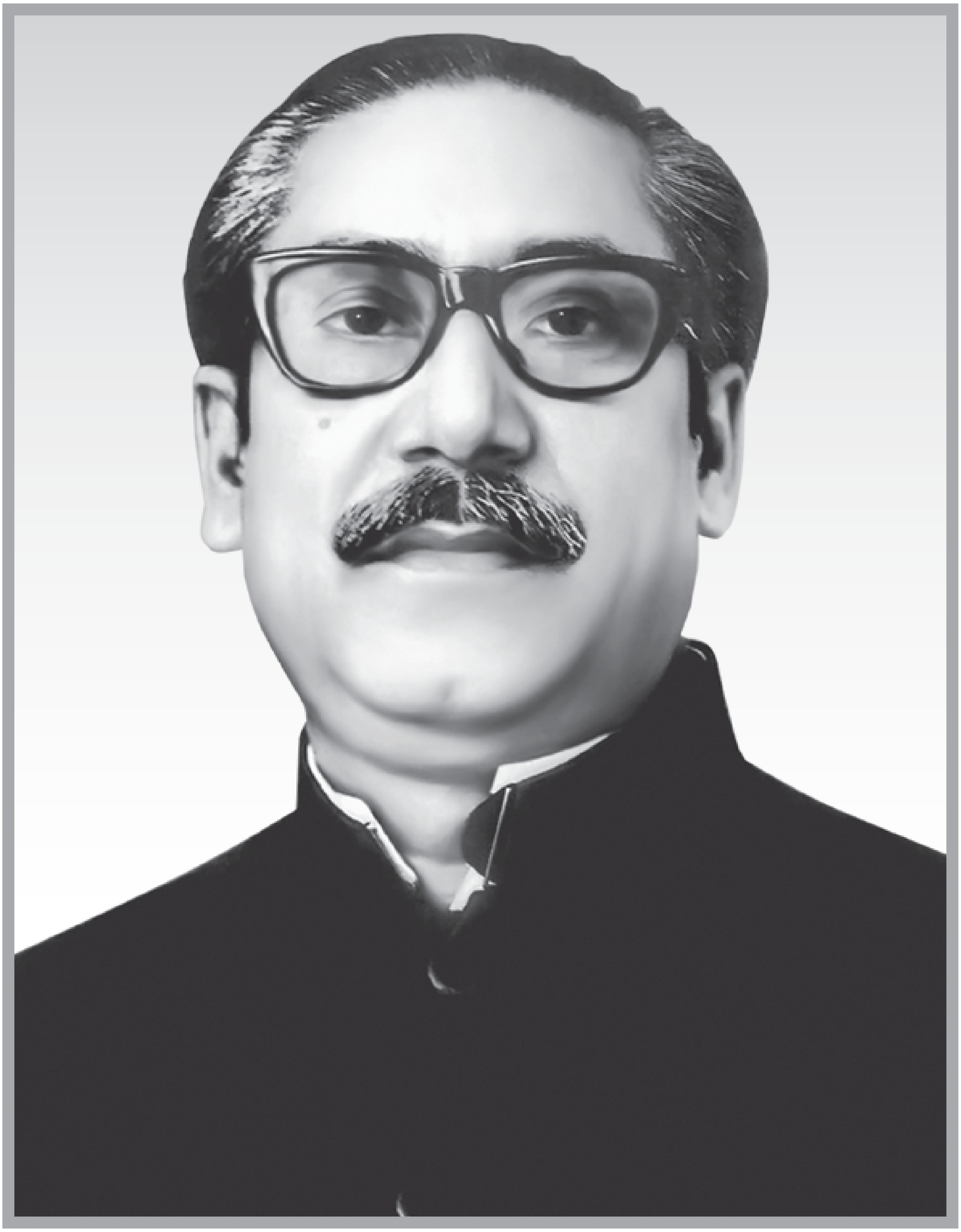

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ ম রেজাউল করিম এমপি
মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের কর্মের গতি-প্রকৃতি ও সার্বিক অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২' প্রকাশিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য অংশীজন এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে সবিস্তারে অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এই উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন ও 'রূপকল্প ২০৪১' অনুযায়ী বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ভাবনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষি উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও টেকসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন, যা ২০১০-১১ অর্থবছরের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৫০.৯১ শতাংশ বেশি। ফলে মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার বিপরীতে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়েছে ৬২.৫৮ গ্রাম। দেশের মোট জিডিপির শতকরা ৩.৫৭ ভাগ এবং কৃষিজ জিডিপির শতকরা ২৬.৫০ ভাগ আসে মৎস্য উপখাত থেকে। দেশের ১৪ লাখ নারীসহ মোট জনগোষ্ঠীর ১২ শতাংশের অধিক অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি মানুষ এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ১.২৪ ভাগ আসে এ উপখাত হতে।

অপরদিকে, দৈনন্দিন খাদ্যে মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে প্রাণিসম্পদ উপখাত অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। গত ৪ বছর ধরে দেশীয় গবাদিপশুর মাধ্যমে কোরবানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে, এটি আমাদের একটি বড় অর্জন। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১.৪৪ ভাগ, প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১.৩ কোটি টাকা (বিবিএস, ২০২১)। মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩.১০ ভাগ। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে এবং ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

আমি বিশ্বাস করি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট(এসডিজি) অর্জনে সহায়ক হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিশ্চিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি
সভাপতি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও কোভিড মহামারীর আঘাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অন্যতম ঢাল হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ খাতকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহাবিজয়ের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় পা রেখেছিল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সফল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মাছ, মাংস এবং ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২" প্রকাশের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ ও সাফল্যসমূহ তুলে ধরছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

একটি সুস্থ ও সবল জাতিই পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে। প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুস্থ ও সবল জাতি গঠনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান ৬০ শতাংশ এবং জনপ্রতি বার্ষিক চাহিদার (২১.৯০ কেজি) চেয়ে বেশি (২৩ কেজি) মাছ গ্রহণ করছে দেশের মানুষ। বর্তমানে বাংলাদেশ স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয়, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম। বিশ্বে ইলিশ আহরণে ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১ শতাংশ।

অপরদিকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে দেশ আজ মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। প্রাণিসম্পদ খাতে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় "শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণির পাশেই ডাক্তার" স্লোগানকে সামনে রেখে "মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক" চালু করেছে বর্তমান সরকার যার প্রত্যক্ষ সুফল ভোগ করছে দেশের প্রান্তিক জনগণ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২" মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ, সাফল্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি)

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশ ও ২১০০ সালে সমৃদ্ধ ব-দ্বীপের স্বপ্ন বুনন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের এ অদম্য অভিযাত্রায় এ মন্ত্রণালয় অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে।

সরকারের বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ বিশ্বপরিমণ্ডলে স্বীকৃত। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে ৫.৬৫ লক্ষ মে.টন ইলিশের উৎপাদন হয়েছে,যা ২০১০-১১ অর্থ-বছরের (৩.৪০ লক্ষ মে.টন) চেয়ে শতকরা ৬৬.১৭ ভাগ বেশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে অর্জিত ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৮ বর্গ কিলোমিটার বিশাল সমুদ্র এলাকায় আমাদের মৎস্য আহরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সরকার গবেষণা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৩৬ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন কৌশল ও চাষ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। সম্প্রতি করোনা সংকটে সরবরাহ জটিলতা ও বাজারজাতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ সময় ভ্রাম্যমাণ মাছ বিক্রয় কেন্দ্র/গ্রোথ সেন্টারের মাধ্যমে মাছ বিক্রয়, অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ গতিশীল করতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে ত্রাণ সামগ্রীর সাথে মাছ বিতরণ করা হয়। কোভিডকালীন কৃষিখাতে সংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত ৫০০০ কোটি টাকার প্রণোদনার মধ্যে মৎস্য খাতে জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ৬,৪৩৮ জন মৎস্য চাষিকে ১৫৩.৭২ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও প্রাণিসম্পদ গবেষকদের নিরলস গবেষণার মাধ্যমে গত ১২ বছরে ৩০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মুরগির ৫টি জাত উদ্ভাবন ও গরুর ২টি জাতের উন্নয়ন হয়েছে। গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ ব্যাপকভাবে গ্রহণের ফলে গত এক দশকে মাংস উৎপাদন ৪.২৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৪.৪০ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। ফলে জনপ্রতি মাংস প্রাপ্যতা দাড়িয়েছে ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন। তাছাড়া, জনবান্ধব সরকারের লেয়ার হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক খামার সম্প্রসারণ এবং পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে ডিমের উৎপাদন (২০৫৭.৬৪ কোটি) ৩.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ৬০৭.৮৫ কোটি। প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা, উদ্যোক্তা তৈরি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ প্রকাশের লক্ষ্যে এই প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর-সংস্থার গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করাই এ প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য। আমি এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা

(ড. নাহিদ রশীদ)

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-১৮
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	১৯-৪৪
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৪৫-৬৬
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৭-৮১
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৮৩-৯৬
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৯৭-১১৬
০৭.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	১১৭-১২২
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১২৩-১৩০
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১৩১-১৩৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(www.mofl.gov.bd)

ভূমিকা:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা তথা প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সর্বোপরি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এদের সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

রূপকল্প (Vision):

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mision):

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- আইন-বিধিমালা প্রণয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জনহিতকর কার্যক্রম গ্রহণ;
- নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions):

- আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গবাদিপশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন;

* দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের রপ্তানি ও মান নিয়ন্ত্রণ;
* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
* অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
* মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন।

সাংগঠনিক কাঠামো:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এখানে ০৬ টি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগগুলো হচ্ছে (১) প্রশাসন, (২) মৎস্য, (৩) প্রাণিসম্পদ, (৪) সমন্বয় ও আইসিটি, (৫) ব্লু-ইকোনমি এবং (৬) পরিকল্পনা। ০৬ (ছয়) টি অনুবিভাগের অধীনে বর্তমানে ১১টি অধিশাখা ও ২৯টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত মোট জনবল ১৫৯।

'মুজিববর্ষ' এবং 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী':

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২০২০ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয় যা ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

* **নিজস্ব অর্থায়নে বসতবাড়ি প্রদান:** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার এবং মৎস্য অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব শামস আফরোজ এর পক্ষ হতে যথাক্রমে বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় দু'জন ভূমিহীনকে ব্যক্তিগত অর্থে বসতবাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন।
* "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" ঘোষিত দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীতে মা মাছ রক্ষায় সম্প্রতি মদুনাঘাট থেকে আমতোয়া পর্যন্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা লাগানো হয়েছে যাতে স্থানীয় ফাঁড়িতে বসে পুলিশ নজর রাখতে পারে। অবৈধ জাল পেতে মা মাছ নিধন রোধ ও অতিবিপন্ন জলজ প্রাণীসহ নদীর জীববৈচিত্র্য রক্ষা, ইঞ্জিনচালিত নৌকা চলাচল ও অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ নিশ্চিত করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
* জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানায় প্রতি মাসের প্রথম রবিবার শিশু-কিশোরদের জন্য প্রবেশ উন্মুক্ত ছিল।
* মুজিববর্ষে প্রাণি চিকিৎসা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে মোট ৭,০৯৪ টি ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।
* মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট 'ফিশারিজ নিউজলেটার' এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিশেষ সংখ্যায় "বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলা" শীর্ষক একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি নির্দেশনা' শীর্ষক বিশেষ পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর প্রধান কার্যালয়ে ফলদ বাগান প্রতিষ্ঠা এবং ধামরাই উপজেলার শরিফবাগ গ্রামে বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী স্থাপন করা হয়। তাছাড়া মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিএলআরআই বিশেষ নিউজ লেটার প্রকাশ এবং Sustainable Livestock and Poultry Production: Challenges and Strategies" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম:

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বাস্থ্য বিধি মেনে দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পন্ন করছেন। পাশাপাশি কোভিড প্রতিরোধে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।
- কোভিডকালে উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১ উদ্‌যাপন:

'বেশি বেশি মাছ চাষ করি, বেকারত্ব দূর করি' এই স্লোগানকে সামনে রেখে ২৮ আগস্ট থেকে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১ উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১-এর শুভ উদ্বোধন (ভার্চুয়াল) করেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় স্পীকার জাতীয় সংসদ ভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২১ উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বঙ্গভবনস্থ পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জলাশয়/পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সাথে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভার মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২১ এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ' ২০২১ উপলক্ষ্যে বঙ্গভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন:

- দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'পরিবেশ, পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে টেকসই দুগ্ধ শিল্প' প্রতিপাদ্যে ১ জুন ২০২২ তারিখে দেশব্যাপী দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দেশের ডেইরি শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ৩৯ জন ডেইরি আইকনকে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ও বর্ণাঢ্য র‌্যালী

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক:

"শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণির পাশেই ডাক্তার" স্লোগানকে সামনে রেখে খামারির দোরগোড়ায় জরুরী ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৬১ জেলার ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬১টি উপজেলায় ৬১ মোবাইল ভেটেরিনারি ভ্যান প্রদান করা হয়েছে এবং শীঘ্রই অবশিষ্ট ২৯৯টি মোবাইল ভেটেরিনারি ভ্যান সরবরাহ করা হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিতরণ

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রি:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস সরবরাহ করেছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ৯৮,১০৮ জন ভোক্তা ২.৯২ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন।

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়

আইন ও বিধি প্রণয়ন:

পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২১; সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০ গেজেটে আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা আইন, ২০২১ নীতিগতভাবে অনুমোদন এবং ২০২২ সালে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ভেটিং প্রদান করেছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা-২০২২; মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১; প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি নীতিমালা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যাপক উদ্যোগ ও ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টার ফলে এ সকল আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এ সকল আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসৃত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর অধীনে সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রূপকল্প (Vision) এবং অভিলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মোট ০৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের ২০টি কার্যক্রম ও ৩৯টি সূচক এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য অংশে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ই-গভর্ন্যান্সও ইনোভেশন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে নিয়মিতভাবে কর্মসম্পাদনসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি):

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহিত হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসহ এর যথাযথ ব্যবহার, অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরনের দ্রারিদ্র্যের অবসান ঘটানো ছাড়াও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানই ছিল এ এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা কমিশন হতে ২০১৮ সালে প্রকাশিত এসডিজি Mapping সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের আলোকে ২০২১ সালে তা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১২টি অভীষ্টের বিপরীতে ০৭টি লক্ষ্যমাত্রায় খবধফ, ০৩টিতে Co-lead এবং ২৯টিতে Associate হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। SDG-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং যুগ্মসচিব (বু-ইকোনমি) কে বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। অভীষ্ট-১৪ (জলজ জীবন) এর ৬টি এবং অভীষ্ট-২ (খাদ্য নিরাপত্তা) এর ১টি টার্গেটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় লিড হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। বর্তমানে ০৭টি লিড টার্গেটের মধ্যে ০৪টির তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ই-ফাইলিং:

দ্রুততম সময়ে নথি অনুমোদন, নথি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং পেপারলেস দপ্তর বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে ৮০%-এর অধিক কার্যক্রম ই-নথিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ই-নথি: https://www.nothi.gov.bd/

ই-প্রকিউরমেন্ট:

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মার্চ/২০১৮ হতে ই-প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ই-প্রকিউরমেন্ট: https://www.eprocure.gov.bd/

মাতৃভাষা বাংলায় ডোমেইন চালু:

ইংরেজি ভাষার পাশিপাশি বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টাল সংযুক্ত করা হয়েছে। ইহা প্রচারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র প্রেরণ করে জানানো হয়েছে। বাংলা ডোমেইন এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট: https://মপ্রাম.বাংলা/

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইস তথা পিডিএস প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএল গমনসহ যাবতীয় তথ্যাদি সহজেই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যাচ্ছে।

উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম স্থাপন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ২৫০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করেছে। সার্ভার, রাউটার এবং ম্যানেজেবল সুইচের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ-কে দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

DIGITAL MoFL:

মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজন হয়। সকল তথ্য একই প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় না। মোবাইল অ্যাপস এবং সার্ভিসগুলোর লিংক খুজে পেতে অনেক সমস্যা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। ফলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে আলাদা আলাদাভাবে বুকমার্ক করে দিতে হয়। ফলে সময়ক্ষেপণসহ দাপ্তরিক কাজ বিঘ্নিত হয়। নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য, মোবাইল অ্যাপসসমূহ এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত ওয়েব পোর্টালগুলো বুকমার্ক হিসেবে এক প্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য এই উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। Digital MoFL: https://mofl.gov.bd/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের ই-সার্ভিস মেন্যু অংশে।

ফোকাল পয়েন্ট ডাটাবেজ:

ফোকাল পয়েন্ট তালিকা হালনাগাদ করার জন্য এবং নতুন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তালিকা সন্নিবেশ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফোকাল পয়েন্ট এন্ট্রি নামক নতুন একটি ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ফলে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য সহজেই সন্নিবেশ এবং হালনাগাদ করা যাচ্ছে।

ফেসবুক পেজ:

জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। https://www.facebook.com/moflbd/ এই ঠিকানায় গিয়ে মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে যুক্ত হওয়া যাবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভিশন ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা' নামক একটি প্রকল্প চালু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হবে প্রথম ও শতভাগ পেপারলেস অফিস। সেইসাথে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল ই-সেবা জনগণের দোরগোরায় পৌঁছে যাবে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

পিআরএল, লামগ্রান্ট, পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর:

নির্দিষ্ট চাকরি জীবনের পর সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রাপ্য পিআরএল, লামগ্রান্ট, অবসর সুবিধাসহ আনুতোষিক মঞ্জুরির জন্য সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে অনলাইনে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। এতে বয়স্ক সরকারি চাকুরিজীবীদের ভোগান্তি কমবে। দ্রুত সেবা পাওয়া যাবে। সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা:

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্ভাবকের নাম, পদবী মোবাইল ও ইমেইল	পাইলটিং এলাকা	দপ্তর/সংস্থা
১.	বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন	জনাব মোঃ আহসানুল কবীর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ০১৬১৭৮৫৩০৫৬	ঢাকা রাজশাহী সিরাজগঞ্জ	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
২.	স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার	জনাব মোঃ বদিউল আলম সুফল উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com	হোমনা, কুমিল্লা	মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	বাংলাদেশে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণে স্বল্পব্যয়ী অটোমেটিক ফিশ ফিডার তৈরি	ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসাইন চৌধুরী সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭১২৯০২৭১৯ tanvir_h1998@yahoo.com	মৎস্য ভবন, ঢাকা	
৪.	স্বাস্থ্যসম্মত ও অধিক লাভজনক মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন	ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫.	ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সহজিকরণ প্রকল্প	ডা. পলাশ সরকার ভেটেরিনারি সার্জন বাকেরগঞ্জ, বরিশাল মোবাইল নং ০১৭২১-০১০৭৯১	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা	

২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের তালিকা:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ
মৎস্য অধিদপ্তর			
১.	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) (০১/১০/২০২১-০১/০৯/২০২৫)	১০৬.২৫ (জিওবি ২১.২৫ + প: সা: ৮৫.০০)	১.৩৪ (জিওবি ০.৩৪ + প্র: সা: ১.০০)
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)			
২	সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	২৯.২৪	১.৪৮
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর			
৩	প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৪)	১১৭.৪৯	২.০০
	মোট:	**২৫২.৯৮ (জিওবি ১৬৭.৯৮ +প: সা: ৮৫.০০)**	**৪.৮২ (জিওবি ৩.৮২ + প্র: সা: ১.০০)**

২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ
মৎস্য অধিদপ্তর			
১.	টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু রিডিউস ফুড লস ইন দি ক্যাপচার ফিশারীজ সাপ্লাই চেইন (০১-০৭-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	১.১২ (প্র: সা:)	১.১২ (প্র: সা:)
২.	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	৭০.০০	৮১.০০
৩.	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	২০.০০	২২.০০

২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ
৪.	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-০৩-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	৫০.০০	৫৯.০০
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)			
৫.	চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (০১-০১-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	৬.২৯	৮.০০
৬.	বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা (০১-০১-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	৭.৪৬	৪.২৭
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর			
৭.	প্রিভেন্টিং এনথাক্স এন্ড রেবিস ইন বাংলাদেশ বাই এনহেন্সিং সার্ভিলেন্স এন্ড রেসপন্স (০১-০৫-২০১৮ থেকে ৩০-০৯-২০২১)	০.২৫	০.১৭
৮.	বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানার মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন এবং অপরিহার্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	৩.১০	৯.২৫
৯.	ব্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (০১-০১-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	১৬.০০	১৮.০০
১০.	প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	১২.০০	১৬.৬০
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)			
১১.	রেড চিটাগাং ক্যাটেল জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০১-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২১)	৩.৬০	৩.৬০
১২.	বাংলাদেশ (জিএইচএসএ)-এর লক্ষ্য অর্জনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং জুনোসিস প্রতিরোধ (০১-০৯-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	০.৬৮ (প্র: সা:)	১.৩১ (জিওবি ০.৬৩ ও প: সা: ০.৬৮)
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল			
১৩.	আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০১-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২২)	৫.৫০	৭.৪৯

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ব্লু-ইকোনমি রিপোর্ট:

* বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন-২০২০ এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২ প্রণীত হয়েছে।
* মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩৫ টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা।
* ওটট (Illegal, Unwanted and Unreported) Fishing রোধে National Plan of Action (NPOA) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
* 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে Vessel Monitoring System পাইলটিং করা হচ্ছে।
* সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Plan যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।
* 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।
* সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণীত "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান পার্ট-১ ইন্ডাস্ট্রিয়াল" মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৪/১০/২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট বিবরণী (পরিচালন ও উন্নয়ন):

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২১-২২	২০২১-২২
সচিবালয়		
মোট পরিচালন	**৪৯৮৮৬.৮০**	**৪৫৬৮০.৬০**
জিওবি (উন্নয়ন)	৭৫০.০০	৮০৩.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন (জিওবি+পিএ)	**৭৫০.০০**	**৮০৩.০০**
জিওবি (উন্নয়ন থোক)	১০৩৬.০০	০.০০
পিএ (উন্নয়ন থোক)	১২৪৫.০০	০.০০
মোট থোক (জিওবি+পিএ)	**২২৮১.০০**	**০.০০**
সর্বমোট উন্নয়ন (জিওবি+পিএ+থোক)	**৩০৩১.০০**	**৮০৩.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৫২৯১৭.৮০**	**৪৬৪৮৩.৬০**

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২১-২২	২০২১-২২
মৎস্য অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	**৩২৬১৭.০০**	**৩২৩৩৩.২৮**
জিওবি (উন্নয়ন)	২৭৪০০.০০	২৫৯৫৮.০০
পিএ (উন্নয়ন)	৪৭৪১১.০০	৩৬৭৫৩.০০
মোট উন্নয়ন	**৭৪৮১১.০০**	**৬২৭১১.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**১০৭৪২৮.০০**	**৯৫০৪৪.২৮**
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	**৭২৪৮৩.০০**	**৭৩০৩৭.৮৭**
জিওবি (উন্নয়ন)	৪০২০০.০০	৪২৯২২.০০
পিএ (উন্নয়ন)	৫১২৮১.০০	৪২৫৮২.০০
মোট উন্নয়ন	**৯১৪৮১.০০**	**৮৫৫০৪.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**১৬৩৯৬৪.০০**	**১৫৮৫৪১.৮৭**
মেরিন ফিশারিজ একাডেমী		
মোট পরিচালন	১১৬৪.০০	১২৩২.৬৫
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**০.০০**	**০.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**১১৬৪.০০**	**১২৩২.৬৫**
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর		
মোট পরিচালন	**৫১৮.০০**	**৫২৩.৭০**
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**০.০০**	**০.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৫১৮.০০**	**৫২৩.৭০**
স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ		
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট		
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	**৩৯১৩.০০**	**৩৭৯৪.১৩**
জিওবি (উন্নয়ন)	৫০০০.০০	৫০০০.০০
পিএ (উন্নয়ন)	৬৮.০০	৬৮.০০
মোট উন্নয়ন	**৫০৬৮.০০**	**৫০৬৮.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৮৯৮১.০০**	**৮৮৬২.১৩**

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০২১-২২	২০২১-২২
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট		
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	**৪২৩৭.০০**	**৪২৭৪.৫০**
জিওবি (উন্নয়ন)	২৫৭৫.০০	২৮৯৯.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**২৫৭৫.০০**	**২৮৯৯.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৬৮১২.০০**	**৭১৭৩.৫০**
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল		
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	**১২৩.০০**	**১২৪.৬৩**
জিওবি (উন্নয়ন)	৫৫০.০০	৭৪৯.০০
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**৫৫০.০০**	**৭৪৯.০০**
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	**৬৭৩.০০**	**৮৭৩.৬৩**
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন		
জিওবি (উন্নয়ন)	**১২৬৪.০০**	**৮৮৫.০০**
পিএ (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	**১২৬৪.০০**	**৮৮৫.০০**
মোট-স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (সহায়তা)	**৮২৭৩.০০**	**৮১৯৩.২৬**
মোট-স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (উন্নয়ন)	**৯৪৫৭.০০**	**৯৬০১.০০**
সর্বমোট মোট (পরিচালন)	**১৬৪৯৪১.৮০**	**১৬১০০১.৩৬**
মোট জিওবি (উন্নয়ন)	**৭৮৭৭৫.০০**	**৭৯২১৬.০০**
মোট পিএ (উন্নয়ন)	**১০০০০৫.০০**	**৭৯৪০৩.০০**
সর্বমোট মোট উন্নয়ন (জিওবি+পিএ)	**১৭৮৭৮০.০০**	**১৫৮৬১৯.০০**
সর্বমোট (পরিচালন+উন্নয়ন)	**৩৪৩৭২১.৮০**	**৩১৯৬২০.৩৬**

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৬০১টি	১৩২১৬ জন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য ২৮ জন কর্মকর্তা বিদেশ গমন করেন।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
২৫৭টি	৭৪৫৪ জন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার সন্তোষজনক।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আবশ্যিকভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ: মাহবুবুল হক এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে উপসচিব জনাব মো: আবদুর রহমান, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব কাদেমুল হক ও অফিস সহায়ক জনাব মোহাম্মদ আলীকে ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্তদের ০১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থসহ ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
www.fisheries.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সর্বোপরি আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মৎস্যখাত অন্যতম অংশীদার।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বঙ্গভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

২. রূপকল্প (Vision)

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ পুষ্টি চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives)

* মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
* আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
* প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ;
* মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
* পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
* টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
* মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
* মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
* উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
* তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; এবং
* আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

* মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
* মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্যচাষির পুকুর পরিদর্শন;
* মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
* বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ;
* মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা;
* মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহকে লাইসেন্সিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
* আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
* ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
* মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
* রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষণ;
* রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর সনদ প্রদান;
* মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ;
* মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা;
* পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; এবং
* লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)

১. রাজস্ব খাতে			২. উন্নয়ন প্রকল্পে		
✶ ১ম শ্রেণির পদ	:	১৬৩৯টি	✶ ১ম শ্রেণির পদ	:	২১০টি
✶ ২য় শ্রেণির পদ	:	৬৬৫টি	✶ ২য় শ্রেণির পদ	:	৫২টি
✶ ৩য় শ্রেণির পদ	:	২১১৮টি	✶ ৩য় শ্রেণির পদ	:	৯৪৭টি
✶ ৪র্থ শ্রেণির পদ	:	১৫৩৮টি	✶ ৪র্থ শ্রেণির পদ	:	৪২টি
সর্বমোট	**:**	**৫৯৬০টি**	**সর্বমোট**	**:**	**১২৫১টি**

৭. ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর নানাবিধ কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৭.১ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

- ✶ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনায় মৎস্যখাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মে.টন; যা ২০১০-১১ সালের মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৫০.৯১ শতাংশ বেশি।

উৎপাদিত মাছের উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রজাতি

* ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন। কাজেই ৩৮ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় গুণের অধিক।
* মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস ২০১৬)।
* বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ১৯৫ লক্ষ বা ১২ শতাংশের অধিক লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে।
* মৎস্যখাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৫.৭৪ শতাংশ। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপি'র ২৬.৫০ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১)। এছাড়া দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১.২৪ শতাংশ আসে মৎস্য উপখাত হতে (রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ২০২১)।
* জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং বিগত ১০ বছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে।
* সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম স্থান অধিকার করেছে।
* বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম; তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।
* বিগত ১০ বছরের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১০-১১ উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৩৪.৪৫ শতাংশ হলেও ২০২০-২১ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে ২৮.১৬ শতাংশে। অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ২০১০-১১ সালের তুলনায় (৪৭.৭১%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ সালে ৫৭.১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

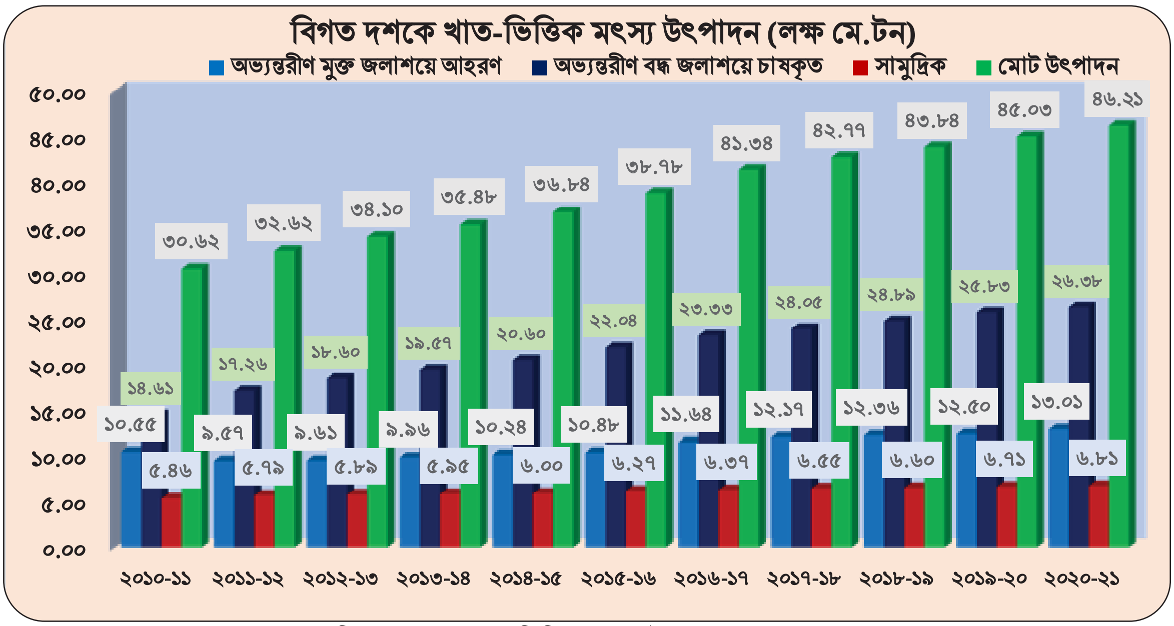

বিগত দশকে খাত-ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা

- ★ দেশে অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

৭.২ ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

- ★ ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের ১২.২৩ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি’তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক।
- ★ ১৭ আগস্ট ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ইলিশ শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত।
- ★ সরকার ইলিশসম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে;

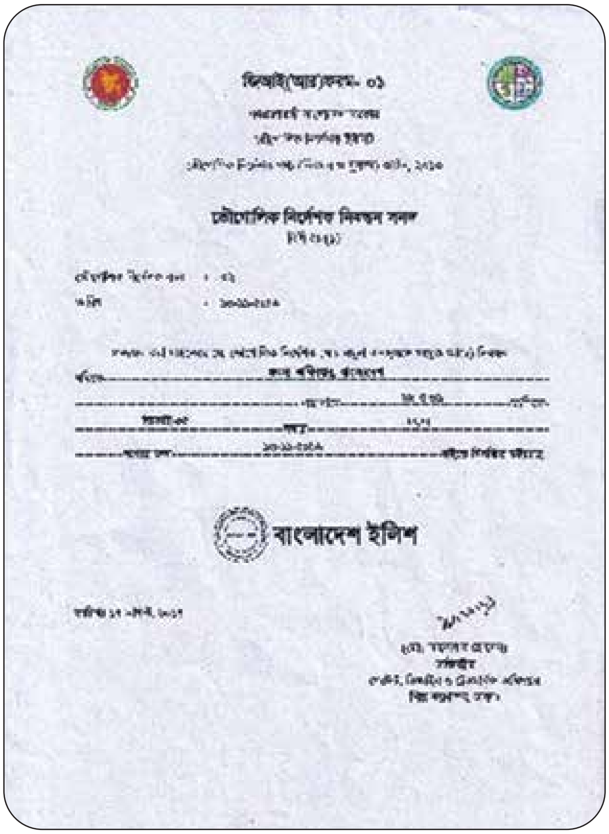

(১) বঙ্গোপসাগরের ৭০০০ বর্গ কিমি ইলিশের প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ;

(২) ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;

(৩) ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুমে ইলিশ আহরণের ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

(৪) জাটকা সংরক্ষণের নিমিত্ত জাটকা আহরণের ওপর ৮ মাস (নভেম্বর-জুন) নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

(৫) ভিজিএফ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ইলিশ জেলেদের জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

(৬) প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন;

(৭) নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;

(৮) মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন, পরিবহন ও মজুদ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন; এবং

(৯) জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনা।

* বর্তমান সরকারের সময়ে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইলিশের উৎপাদন হয়েছে যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদনের চেয়ে ৬৬.১৭ শতাংশ বেশি।

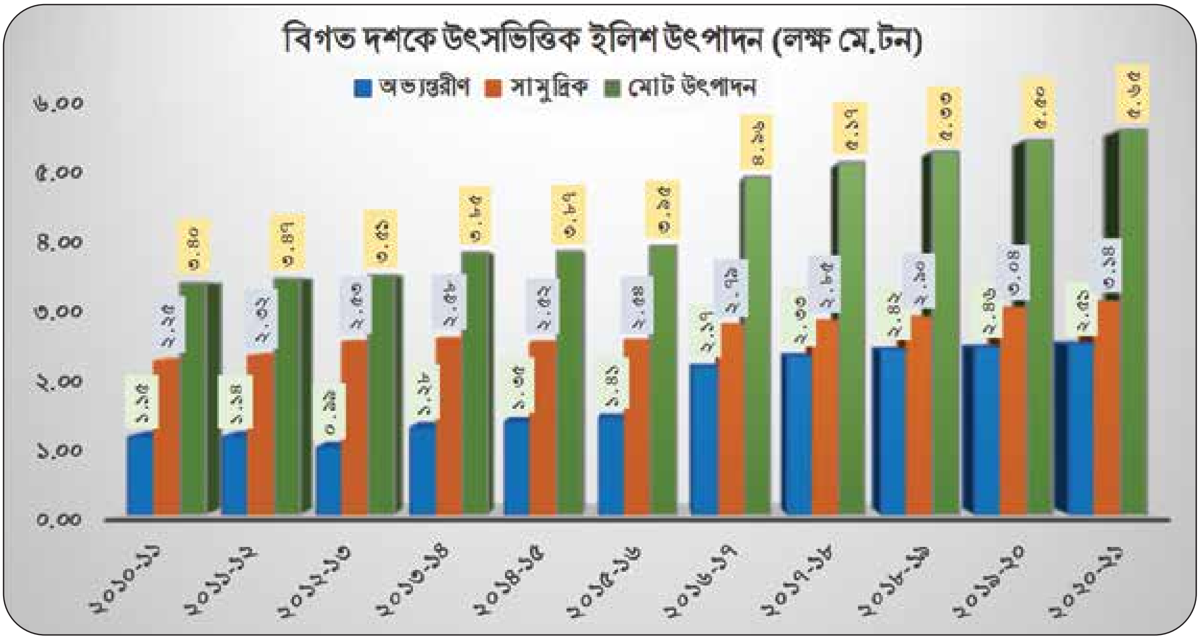

বিগত দশকে উৎসভিত্তিক ইলিশ উৎপাদনের ক্রমধারা

* সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২০২১-২২ অর্থবছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩,৯০,৭০০টি জেলে পরিবারকে ৫৯,১৪১.০৪ মে.টন চালসহ বিগত ১৩ বছরে ৪,৭০,৭৪৫.৫৬ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

* মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়েও ২০২২ সালে মা ইলিশ আহরণে বিরত থাকা জেলেদের ২৫ দিনের জন্য মোট ১৩,৮৭২.১৮ মে.টন চালসহ বিগত ৭ বছরে মোট ৬৬,৪৬২.২৮ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

* ২০২২ সালে ১৭টি জেলায় বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনায় ৮৮৪টি মোবাইল কোর্ট ও ৩৫৪৬টি অভিযানের মাধ্যমে ৪২১৭টি ক্ষতিকর বেহুন্দী জাল ৪৬৯.৫১৮ লক্ষ মিটার কারেন্ট জালসহ ৯৫৬২টি অন্যান্য জাল আটক করা হয়েছে। সেই সাথে ৮২.৫১ মে.টন জাটকা ও অন্যান্য মাছ জব্দ করা হয়।

* মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প হতে ১০৭টি উপজেলায় মোট ২০৯৪টি জেলে পরিবারকে বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপকরণ সহায়তা এবং বিতরণকৃত উপকরণসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে ১২০০ জন সুফলভোগী জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত হাতে কলমে ট্রেডভিত্তিক আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৭.৩ পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ

* চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য । আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে;
* ২৪ এপ্রিল ২০২২ সালে বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি শীর্ষক ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত হচ্ছে ।
* সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় ইতোমধ্যে ৭৫০০ জন চিংড়ি চাষি নিয়ে ৩০০টি চিংড়ি ক্লাস্টার স্থাপন করা হয়েছে ।
* চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ২.০৭ লক্ষ চিংড়ি খামার এবং ৯৬৫১টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে । চাষিদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত, ই-ট্রেসিবিলিটি এবং আইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।
* বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই এসপিএফ বাগদা চিংড়ি সংগ্রহ করে পিএল উৎপাদন প্রবর্তিত হয়েছে । এ বছর অনুমতিপ্রাপ্ত ৩টি এসপিএফ হ্যাচারি হতে ৬২.১০ কোটি এসপিএফ বাগদা পিএল উৎপাদন হয়েছে ।
* ২০২১-২২ অর্থবছরে এসপিএফ বাগদা ব্রুড, পলিকিট এবং পিএল উৎপাদনে ১১টি হ্যাচারিতে ২২.৯১ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে ।
* সারাদেশে গলদা ও বাগদা চিংড়ির একক/মিশ্রচাষ সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে চাষযোগ্য পোনা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৩৩টি গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ও ৪৩টি বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে । হ্যাচারি থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭২৩.৪১ কোটি চিংড়ির পিএল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে ।

"বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি"

* চাহিদার নিরিখে সময়োপযোগী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৫১,৯৬৪ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। বিগত দশকে চিংড়ি উৎপাদনের ক্রমধারা নিম্নবর্ণিত গ্রাফে উপস্থাপন করা হলো।

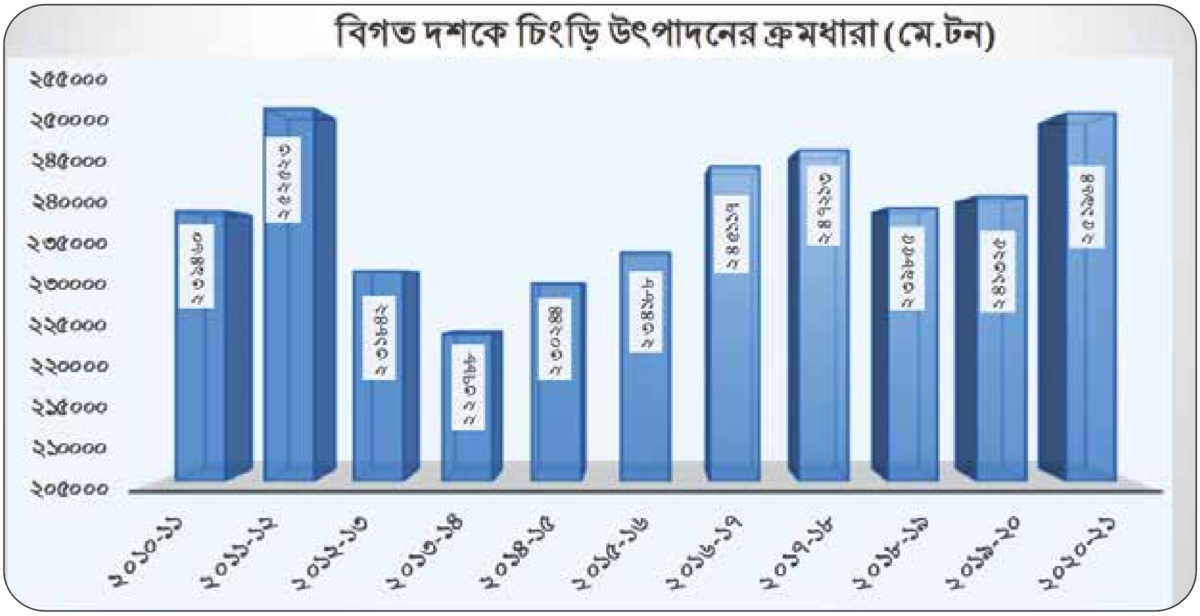

বিগত দশকে চিংড়ি উৎপাদনের ক্রমধারা

৭.৪ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ

* নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করা মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে।

* দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice-GAP) এবং Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে।

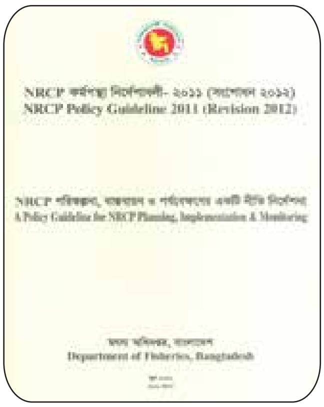

* নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০; মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ সহজতর হচ্ছে।

* Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে ‘মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০’ শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

* আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (এসওপি) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘অ্যাকোয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা’ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবয়িত হচ্ছে।

* মৎস্য হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছচাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনায় কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত ‘Fish and Fishery Products Official Control Protocol’ অনুসরণ করা হচ্ছে।

* মাছের আহরণোত্তর সাপ্লাই চেইন স্থাপনা (আড়ত, ডিপো, বরফ কল), প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে। রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনা পরীক্ষণ করে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ জারি করে রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য ও চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

* মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণার্থে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (National Residue Control Plan-NRCP) প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

* উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৪০৪২.৬৭ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়েছে ৫১৯১.৭৫ কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় ২৬.৯৬ শতাংশ বেশি।

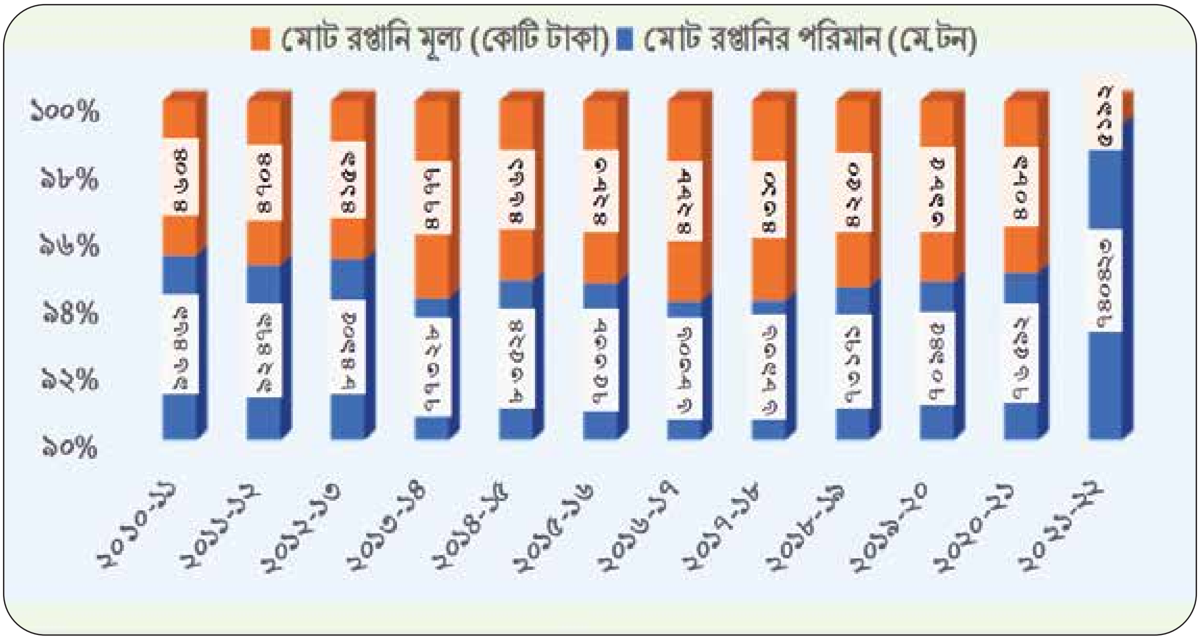

বিগত ১২ বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি ও আয়

৭.৫ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

- সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশাল জলরাশি হতে স্থায়িত্বশীলভাবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি (SDGs) এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-৩০ সাল পর্যন্ত হালনাগাদ করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন-২০২০ প্রণীত হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে "জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে।

- মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৩৮টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। "আর ভি মীন সন্ধানী" কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে সার্ভে ক্রুজে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে Marine Fisheries Management Plan-1: Industrial অনুমোদিত হয়েছে এবং Marine Fisheries Management Plan-II: Artisanal এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী"

- IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) Fishing রোধে National Plan of Action (NPOA) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরণের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ২০২২ সালে নিষিদ্ধকালীন মোট ৬৫ দিনের জন্য ১৪টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় ২,৯৯,১৩৫টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৬,০৮৩.৪২ মে.টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে।

★ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৯ সাল হতে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প' শীর্ষক একটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

Fishing Vessel Monitoring System

Joint Monitoring Center

★ এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের ব্রান্ডউইথ ব্যবহার করে Vessel Monitoring System প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০,০০০টি আর্টিসানাল ও ৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান VMS এর আওতায় আনা হয়েছে। Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে Joint Monitoring Center (JMC).

★ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক জলজসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে এ প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মেরিকালচার এবং সামুদ্রিক মৎস্যের ভ্যালুচেইন উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

★ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্র সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

★ সর্বোপরি, 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

★ ২০২০-২১ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন হয়েছে ৬.৮১ লক্ষ মে.টন যা ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৫.৪৬ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মে.টন বেশি এবং শতাংশ হিসেবে ২৪.৭২ শতাংশ বেশি।

৭.৬ বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম

- ✶ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়।
- ✶ এ ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৩৭৭টি উপজেলায় ১৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩৩টি এবং উন্নয়ন প্রকল্প হতে ৪৬.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫১টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।
- ✶ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ✶ এ ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অদ্যাবধি ২৬৬.৮১ মে. টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ছিল রাজস্ব খাতে ৬১৭.৭১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পে ১৪৬ লক্ষ টাকা।

বিল নার্সারি স্থাপন ও পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম

৭.৭ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

- ✶ দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধ ও প্রাচুর্য রক্ষার্থে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে;
- ✶ ২০২০-২১ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্প হতে ১৭৫.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৩টি নতুন মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৬টি অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। রাজস্ব খাত হতেও উল্লিখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ✶ মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছের পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশি মাছের পোনা অবমুক্তির ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

- জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- এ ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিগত ১৩ বছরে প্রায় ৪ হাজার ৮৪৭ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে।

মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন

- এসব জলাশয় উন্নয়নের ফলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

৭.৯ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

- মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের আওতায় ১,৭১,৯৪০ (রাজস্ব-৪০৯২০ জন+প্রকল্প ১৩১০২০ জন) জন মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি ও এনজিও কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৮. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০০ সালে গভীর সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কিমি আয়তন বিশিষ্ট মেরিন রিজার্ভ এবং বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭৩৮ বর্গ কিমি সংরক্ষিত এলাকাসহ সর্বমোট ২,৪৩৬ বর্গ কিমি এলাকা সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে যা বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি) ২.০৫%;

- সরকার ২০১৯ সালে নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ৩,১৮৮ বর্গ কিমি এলাকাকে এমপিএ/ মেরিন রিজার্ভ হিসেবে ঘোষণা করায় মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ হয়েছে ৫,৬২৪ (২,৪৩৬ বর্গ কিমি+৩,১৮৮বর্গ কিমি) বর্গকিলোমিটার যা মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি) ৪.৭৩% ।
- সম্প্রতি নিঝুম দ্বীপ এমপিএ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে। ২০২২ সালে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেন্টমার্টিনের ১৭৪৩ বর্গ কিমি এলাকাকে সেন্টমার্টিন মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করায় মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ হয়েছে ৭৩৬৭ (৫৬২৪+১৭৪৩) বর্গকিলোমিটার যা মোট সামুদ্রিক এলাকার ৬.২০% ।

৯. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপরিহার্যতার কথা বিবেচনায় এনে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৮টি দপ্তরের মধ্যে শতকরা ৯৬.১৬ নম্বর পেয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ১ম স্থান অর্জন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এর বিপরীতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১৭টি, সামুদ্রিক মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট ৫টি কার্যক্রমসহ মোট ২৮টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

- মৎস্য অধিদপ্তর ও এর অধীন সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এর অডিট শাখা এবং কল্যাণ শাখা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

* অধিদপ্তরের পেনশনারদের ধারাবাহিক চাকুরি বিবরণী অনুযায়ী অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধন করে থাকে। ১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪৯৫টি, মোট টাকার পরিমাণ ২৯৮.৮৮ কোটি এবং ব্রডশিটে প্রেরিত জবাবের সংখ্যা ১১৫ টি। ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ২০৫ টি।

১১. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম ও ইনোভেশন

১১.১ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

* ই-রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থাপনা;
* জেলেদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রদান;
* ই-নথি ব্যবস্থাপনা;
* ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
* ই-প্রকিউরমেন্ট/ ই-জিপি;
* ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ই-বুক প্রস্তুত এবং ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন;
* অটোমেটেড হাজিরা সিস্টেম প্রচলন;
* পারসোনেল ডেটা শীট সিস্টেম প্রচলন;
* ভিডিও কনফারেন্সিং স্থাপন;
* দাপ্তরিক ইমেইল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট;
* ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ;
* ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মিটিং ও ওয়েবিনার আয়োজন।

১১.২ মৎস্যখাত সংক্রান্ত ইনোভেশন

* মৎস্য অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি ইনোভেশন উদ্যোগ/প্রকল্পকে ইনোভেশন ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পযায়ে ১টি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করা হয়েছে।
* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত শোকেসিং এ মৎস্য অধিদপ্তরের ৮টি উদ্যোগ প্রদর্শন করা হয়েছে। সেবা সহজিকরণ ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন এ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১.৩ মোবাইল অ্যাপ সম্পর্কিত তথ্যাদি

মৎস্য অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত ৪ টি মোবাইল অ্যাপ রয়েছে:

ক. মৎস্য পরামর্শ/ফি অ্যাডভাইস

* মৎস্য অধিদপ্তর ও এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে Fish Advice / মৎস্য পরামর্শ নামক এ্যাপের মাধ্যমে মৎস্যচাষি/ সুফলভোগী বিনা খরচে বিনা পরিশ্রমে সহজে ঘরে বসে মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ছবিসহ সমাধান ও মৎস্যচাষ বিষয়ক যাবতীয় পরামর্শ ও তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। অ্যাপটির আউটকাম স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।
* ১৩ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি. তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে সারা দেশে সেবাটি চালু রয়েছে।

খ. মৎস্য চাষি বার্তা

* ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে চাষিকে নিয়মিত ও জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা যায়। যেমন, (১) পুকুর প্রস্তুতির সময় ও পদ্ধতি; (২) পোনা ছাড়ার সময়; (৩) পোনার সংখ্যা; (৪) ভাল পোনার গুরুত্ব; (৫) সুস্থ পোনা চেনার উপায়; (৬) ভাল পোনার উৎস; (৭) খাদ্য ব্যবস্থাপনা; (৮) রোগ প্রতিরোধে করণীয়; (৯) মাছ বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় ইত্যাদি বিষয় চাষিকে ছোট ছোট মোবাইল বার্তার মাধ্যমে অগ্রিম/চলতি পরামর্শ দেয়া যায়।
* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ২৮.০২.২০১৮ তারিখে মৎস্য চাষি বার্তা মোবাইল অ্যাপটির শুভ উদ্বোধন করেন।

গ. ড. ফিশ

* ড. ফিশ মোবাইল অ্যাপের দ্বারা মৎস্য চাষিরা ভিডিও কলের মাধ্যমে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে পারবেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান করাতে পারবেন।
* এ সেবাটি গ্রহণ করার জন্য চাষির কোন প্রকার ব্যয় হবে না। ইতোমধ্যে গুগল প্লে-স্টোরে অ্যাপ্সটি আপলোড করা হয়েছে।
* উক্ত অ্যাপসের ভৈরব, কিশোরগঞ্জ উপজেলায় পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে খুব শীঘ্রই সারাদেশে রেপ্লিকেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

ঘ. মৎস্য চাষি স্কুল

* মৎস্য চাষি স্কুল অ্যাপসে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে পুকুর ব্যবস্থাপনা, পোনা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পুকুর প্রস্তুতি, চুন ও সার প্রয়োগ মাত্রা, বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম ও মাত্রা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের পদ্ধতি, আগাছা পরিষ্কার করার পদ্ধতি, মাছের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার, চিংড়ি চাষ পদ্ধতি। এই অ্যাপে অনলাইন চ্যাট সাপোর্ট সার্ভিস রয়েছে।
* কোন মৎস্য চাষি যদি মাছ চাষে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন তাহলে অনলাইন সাপোর্ট স্টাফ এর সাথে সরাসরি চ্যাট করতে পারবেন, অনলাইনে থাকাকালীন তাৎক্ষণিক চাষির প্রশ্নের উত্তর দেবেন। ইমেইল এর মাধ্যমেও এসব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

১২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

- মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২০২১-২১২ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ৬৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে ১২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- অধিদপ্তরের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১০০% কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

১৩. অভিযোগ/ অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

- মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ ভবনের নিচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

অভিযোগ অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত গণশুনানী

১৪. উপসংহার

মৎস্য সেক্টরে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য উৎপাদন ২০২৫ সাল নাগাদ ৫০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। ফলে অর্জিত হবে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং বৃদ্ধি পাবে মৎস্যখাতে রপ্তানি আয়। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অনেক দূর এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

www.dls.gov.bd

১. ভূমিকা:

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৯০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১০% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৬৭,১৮৯ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৫.৫২% (বিবিএস, ২০২২)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন, রোগ নিয়ন্ত্রন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আর্ন্তজাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রুপান্তরের পাশাপাশি প্রানিজ আমিষ উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

২. রূপকল্প (Vision):

সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value Addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদি পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন, আমদানী নিয়ন্ত্রন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদি পশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions):

- দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- গবাদি পশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- গবাদি পশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;
- গবাদি পশু-পাখির জাত উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- গবাদি পশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- গবাদি পশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সংস্থানকৃত বিদ্যমান জনবল ১৩০৫২ জন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয়, ৬৪ টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পাশাপাশি ০১টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০১টি কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার, ১টি প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার এবং ০২টি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৯টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ৬৪ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি ৪৪৬৪টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র রয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০২টি ভেটেরিনারি কলেজ, ০৫টি আইএলএসটি, ০১টি বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, ০২টি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ০২টি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন বিষয়ে খামারীদের অবহিত করার জন্য ৫৯টি হাঁস-মুরগির খামার, ০৭টি দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার, ০৩টি মহিষের খামার, ০১টি শুকরের খামার, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার এবং ০৪টি ভেড়ার খামার রয়েছে। বন্যপ্রাণি সম্পর্কিত পরিচিতি ও শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুটি চিড়িয়াখানাও পরিচালনা করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য একটি নতুন জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ২০২০ সালে অনুমোদিত হয়েছে। নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী দ্রুত অনুমোদিত জনবল নিয়োগ দেওয়া গেলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে অধিদপ্তর আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৭. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বর্ণনা:

৭.১ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি:

৭.১.১ দুধ উৎপাদন:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদি-পশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর ১ জুন "দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি" প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয়।

বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ হয়েছে। দেশের ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে (৪২৮০ কোটি টাকা) "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, পশুবীমা চালুকরণ এবং দুধের ভোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ১৩০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ২০৮.৬১ মিলি/দিন/ জন এ উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন:

দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলা, ক্রমবর্ধমান চাহিদার নিরিখে দুধের উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা সহজিকরণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'পরিবেশ, পুষ্টি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে টেকসই দুগ্ধ শিল্প' প্রতিপাদ্যে গত ১ জুন ২০২২ তারিখে দেশব্যাপী দুগ্ধ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। দেশের ডেইরি শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উক্ত দিবসে ৩৯ জন ডেইরি আইকনকে পুরস্কার ও সম্মাননা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং সম্মানিত সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে দুগ্ধ দিবস ২০২২ উদযাপন

দুধ উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্রঃ

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
উৎপাদন	দুধ (লাখ মেট্রিক টন)	৯৪.০১	৯৯.২৩	১০৬.৮০	১১৯.৮৫	১৩০.৭৪
প্রাপ্যতা	দুধ (মিলি/জন/দিন)	১৫৮.১৯	১৬৫.০৭	১৭৫.৬৩	১৯৩.৩৮	২০৮.৬১

৭.১.২ মাংস উৎপাদনঃ

ন্যূনতম প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৯২.৬৫ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৪৭.৮৪ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহি, যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-উল-আযহার গবাদিপশুর হাটগুলোতে, শতভাগ দেশি গরুতে বদলে গেছে গবাদি-পশুর হাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, ব্রাহমা জাতের মাংস উৎপাদনক্ষম গরুর সংযোজন ও সম্প্রসারণ এবং ব্যাপকহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের চাহিদা শতভাগ পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাংস উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্রঃ

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
উৎপাদন	মাংস (লাখ মেট্রিক টন)	৭২.০৬	৭৫.১৪	৭৬.৭৪	৮৪.৪০	৯২.৬৫
প্রাপ্যতা	মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	১২২.১০	১২৪.৯৯	১২৬.২০	১৩৬.১৮	১৪৭.৮৪

৭.১.৩ ডিম উৎপাদনঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ২৩৩৫.৩৫ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৬.০১টি জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গত ১১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে "সুস্থ মেধাবী জাতি চাই, প্রতিদিনই ডিম খাই" প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৯৯৬ সাল থেকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করে আসছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সরকারি হাঁস-মুরগির খামারে দেশের আবহাওয়া উপযোগী হাঁস-মুরগির বিশুদ্ধ জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকল্পে সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাংস উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্রঃ

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
উৎপাদন	ডিম (কোটি)	১৫৫২.০০	১৭১১.০০	১৭৩৬.০০	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫
প্রাপ্যতা	ডিম (টি/জন/বছর)	৯৫.২৭	১০৩.৮৯	১০৪.২৩	১২১.১৮	১৩৬.০১

"সুস্থ মেধাবী জাতি চাই, প্রতিদিনই ডিম খাই" প্রতিপাদ্য নিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পালিত বিশ্ব ডিম দিবস ২০২১

৭.২ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়নঃ

৭.২.১ দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.২.২ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৪৪৬৪টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক উৎপাদিত সিমেন এর পরিমান ছিল ৪৫.১৭ লক্ষ মাত্রা এবং কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৪২.৩৪ লক্ষ। একই বছরে কৃত্রিম প্রজননকৃত এ সকল গাভী হতে ১৬.৬২ লক্ষ সংকর জাতের বাচ্চা জন্ম নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় উৎপাদিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রুভেন বুল

৭.২.৩ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৮টি। এ সকল প্রুভেন বুল থেকে উৎপাদিত সিমেন জাত উন্নয়নে সমগ্র দেশে প্রেরণ করা হচ্ছে। একইসাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রুভেন বুল তৈরির লক্ষ্যে ৪২টি উচ্চ জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের আওতায় সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র:

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কার্যক্রম	অর্থবছর				
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	৪২.৮৯	৪৪.৫১	৪৬.৭৪	৪৪.৪২	৪৫.১৭
কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	৩৮.৪৫	৪১.২৮	৪৪.৪১	৪৩.৮১	৪২.৩৪
সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)	১২.২৬	১৩.১২	১৪.৭৮	১৬.৪৪	১৬.৬২

৭.৩ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম:

৭.৩.১ চিকিৎসা কার্যক্রম:

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারাদেশে প্রায় ১০.২৯ কোটি হাঁস-মুরগি, প্রায় ১.১৭ কোটি গবাদিপশুর এবং ৫৪১২৯টি পোষাপ্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন):

কর্মকাণ্ড	অর্থবছর				
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
গবাদিপশুর চিকিৎসা (সংখ্যা)	১৯.২০	১১.৯৫	১০.৩০	১০.৯০	১১.৬৮
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা (সংখ্যা)	১১৩.৯০	৯১.৫৯	৯০.৩০	৯৮.৪০	১০২.৮৫

৭.৩.২ জুনোটিক এবং ইমারজিং ও রি-ইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণ:

বিশ্বের বহুদেশে পশুপাখি থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতঙ্ক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলোতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৩.৩ টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩২.০৫ কোটি টিকা উৎপাদিত হয় এবং ৩১.৯২ কোটি ডোজ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা দিয়ে সারা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও টিকা প্রদান সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন):

কর্মকাণ্ড	অর্থবছর				
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৫.৯৪	১৮.৭৬	২২.০৫	২৩.১৪	২৩.৭৫
পোল্ট্রির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	২৩০.৩২	২৫৬.১০	২৫৫.৪৩	২৮৭.০৯	২৯৬.৭২
গবাদিপশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৫.৭৮	১৬.৫৩	১৮.৪৯	২২.১০	২৫.১৮
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	২৪৩.৩৯	২৪১.৪৮	২৪৯.৪৪	২৮৯.৫০	২৯৪.০৩

৭.৪. সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদনঃ

৭.৪.১ হাঁস-মুরগির বাচ্চা ও ডিম উৎপাদনঃ

অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারে ৩৮.০৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে, খামারগুলোতে ৫.৭৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫টি মুরগির খামার থেকে ১ দিনের ফাওমি ও সোনালি জাতের মুরগির বাচ্চা এবং ২১টি হাঁসের হ্যাচারি থেকে খাঁকী ক্যাম্বেল, জেনডিং ও বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার ময়মনসিংহে হাঁস পালনের খন্ডচিত্র

৭.৪.২ গরু, ছাগল ও মহিষের বাচ্চা উৎপাদন:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামারসমূহে গরুর ৭৪১টি বাছুর, ১৪৪৮টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৭৭টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ৭০৭টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৪.৩ দুধ ও ডিম উৎপাদন:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি ডেইরি খামারসমূহ হতে ১২.৩৫ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদিত হয় এবং হাঁস-মুরগির খামার হতে ১০২.০৩ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়। ডেইরি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদের খামার স্থাপনের পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়।

৭.৫ প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদান:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরস্থ কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্যে আর্দ্রতা, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিশ্লেষণকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ৫২৯১টি এবং বিশ্লেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ১৭৫১৬টি। পশু খাদ্যের উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্যের ফিড এডিটিভস এর গুণগত মাননিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারের কার্যক্রম চালু হয়েছে।

সাভারে অবস্থিত প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার

৭.৬ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:

প্রাণিসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, প্রাণিজাত পণ্যের Value Addition এবং পশুবীমা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত দেশে পরিণত হবে।

৭.৭ রমজান মাস ও পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের কার্যক্রম:

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস সরবরাহ করেছে। প্রতি লিটার দুধ ৬০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার ২০০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৭ টাকা মূল্যে গত ০৩-৩০ এপ্রিল/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ মোট ২৭ দিনে ৬৬,৮৪০ লিটার দুধ, ২৯,০৭৫ কেজি গরুর মাংস, ২,১৬৮ কেজি খাসির মাংস, ১৭,৩২৬ কেজি ড্রেসড ব্রয়লার এবং ৫,৭৮,৩৫০টি ডিম ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ৯৮,১০৮ জন ভোক্তা সাকুল্যে ২.৯২ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন।

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্র

দেশীয় উৎস থেকে কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণের তাগিদ, আধুনিক হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটায় আমদানি-নির্ভর কোরবানির পশুর বাজার স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। ঈদুল-আযহা/২০২১ উদযাপনে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেশে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু প্রস্তুত ছিল ১.১৯ কোটি এবং কোরবানি হয়েছে ০.৯১ কোটি। ২০২১ সালে কোরবানির পশুর বাজারে ৪৬৪৩০.০৫ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে, যার সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে। করোনা প্রাদুর্ভাবকালে ঈদুল-আযহা/২০২১ উপলক্ষ্যে প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু বিক্রয় নিশ্চিতকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় অনলাইন প্লাটফর্মের আওতায় ২৭৩৫.১১ কোটি টাকা মূল্যের ৩.৮৭ লক্ষ গবাদিপশু বিক্রয় হয়েছে।

৭.৮ জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদযাপন:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় 'পুষ্টি সপ্তাহ ২০২২' গত ২৩-২৯ এপ্রিল যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'সঠিক পুষ্টি ও মেধা নিশ্চিতে দুধ, ডিম ও মাংসের ভূমিকা'। পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অংশিজন সমন্বয়ে এক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে। সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমে ঢাকা মহানগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রি সম্প্রসারণ, বিভাগীয় পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন, জেলা পর্যায়ে প্রাণিজ পুষ্টি বিষয়ক জনসচেতনতামূলক সভা এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে দুধ/ডিম বিতরণ, উপজেলা পর্যায়ে পারিবারিক পুষ্টি ও প্রাণিজাত পণ্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এ ছাড়াও জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে লিফলেট প্রকাশ ও দেশব্যাপী বিতরণ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা চালানো হয় ।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেমিনার ও আলোচনা সভা

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেমিনার ও আলোচনা সভা

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উঠান বৈঠক র‍্যালি ও দুধ-ডিম বিতরণ

৭.৯ মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক:

‘শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণির পাশেই ডাক্তার’ স্লোগানকে সামনে রেখে খামারির দোরগোড়ায় জরুরী ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৬১টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬১ টি জেলার (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিরেকে) সকল উপজেলায় ভেটেরিনারি চিকিৎসা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম খামারির আঙ্গিনা পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ‘মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক’ সরবরাহের কার্যক্রম চলমান আছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বিতরণ

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মাঠপর্যায়ের পরিচালকগণের মধ্যে গত ২৪ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখে ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় মোট ২৮টি কার্যক্রম নিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২৮ জুন, ২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে সম্মানিত সচিব মহোদয়ের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিম্নে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জনসমূহ ছকে উপস্থাপন করা হলো:

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২১-২২)	অর্জন	অর্জনের হার, %
১. গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	২২	১.১ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে সিমেন উৎপাদন	উৎপাদিত সিমেন	মাত্রা (লক্ষ)	৫	৪৪.০০	৪৫.১৭	১০২.৬৬
		১.২ কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ	প্রজননের সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	৫	৪০.০০	৪২.৩৪	১০৫.৮৫
		১.৩ ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রজনন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক ছাগী প্রজনন	প্রজনন কৃত ছাগী	সংখ্যা	১	২৯.০০	২৯৮২	১০২.৮৩
		১.৪ সরকারি খামারে গাভীর বাছুর উৎপাদন	উৎপাদিত বাছুর	সংখ্যা	১	৬৫০	৮১৮	১২৫.৮৫
		১.৫ সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুরের তথ্য সংগ্রহ	তথ্য সংগৃহীত বাছুর	সংখ্যা (লক্ষ)	৪	১৫	১৬.৬১	১১০.৭৩
		১.৬ সরকারি খামারে ছাগলের বাচ্চার উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা	১	১৫০০	১৫৪৮	৯৬.৫৩
		১.৭ সরকারি খামারে একদিনের হাঁস মুরগির বাচ্চা উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা (লক্ষ)	৩	৪০.০০	৩৮.০৩	৯৫.০৮
		১.৮ পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ	পরীক্ষিত নমুনা	সংখ্যা	২	৪০০০	৫২৯১	১৩২.২৮
২. গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	২১	২.১ টিকা উৎপাদন	উৎপাদিত টিকা	মাত্রা (কোটি)	৪	৩২.০০	৩২.০৪	১০০.১৩
		২.২ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ	টিকা প্রয়োগকৃত পশু পাখির সংখ্যা	সংখ্যা কোটি)	৪	৩০.০০	৩১.৯২	১০৬.৩৮
		২.৩ রোগ নির্ণয় করা	পরীক্ষিত নমুনা	সংখ্যা	৩	৮০০০০	৮৬৭২৪	১০৮.৪১
		২.৪ গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পশু	সংখ্যা (কোটি)	৩	১.১০	১.১৬	১০৫.৮২
		২.৫ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত হাঁস-মুরগি	সংখ্যা (কোটি)	২	৯.০০	১০.২৮	১১৪.১৯

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২১-২২)	অর্জন	অর্জনের হার, %
		২.৬ পোষাপ্রাণির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পোষাপ্রাণি	সংখ্যা	১	৩৫০০০	৫৪১২৯	১৫৪.৬৫
		২.৭ গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ	প্রেরিত নমুনা	সংখ্যা	১	৪৬০০০	৪৭০৯০	১০২.৩৭
		২.৮ গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিল্যান্স	সার্ভিল্যান্সকৃত সংখ্যা	সংখ্যা	২	৮০০০	৯১৪৭	১১৪.৩৪
		২.৯ ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন	স্থাপনকৃত ভেটেরিনারি ক্যাম্প	সংখ্যা	১	৩৫০০	৪২৪৬	১২১.৩১
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ণ ও কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি	১৩	৩.১ খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারী	জন (লক্ষ)	৩	২.০০	২.৮৬	১৪৩.২০
		৩.২ মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী	জন (সংখ্যা)	২	১৫০০০	১৮০৪৫	১২০.৩০
		৩.৩ গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকের আয়োজন	আয়োজিত উঠান বৈঠক	সংখ্যা	৩	২৬০০০	২৭২৬৭	১০৪.৮৭
			উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী	জন (লক্ষ)	২	৩.১০	৩.৫১	১১৩.২৩
		৩.৪ স্হায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	স্হায়ী ঘাস চাষকৃত জমি	একর	৩	৫৫০০	৭৩২৪.৯০	১৩৩.১৮

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণায়ক (২০২১-২২)	অর্জন	অর্জনের হার, %
৪. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা	১১	৪.১ খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন	পরিদর্শনকৃত খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি	সংখ্যা	৩	৫১০০০	৬১৮০৮	১২১.১৯
		৪.২ পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	২	১২০০	১৮৮৫	১৫৭.০৮
		৪.৩ গবাদিপশুর খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	২	২৪০০	৪৫২৬	১৮৮.৫৮
		৪.৪ ফিডমিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিস্ট্রেশনকৃত ফিডমিল এবং প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২	২৫০	২৫৬	১০২.৪০
		৪.৫ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রয়োগে মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা	২	৬৫০	৭৩৭	১১৩.৩৮
৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	৩	৫.১ প্রজনন পাঁঠা বিতরণ	বিতরণকৃত পাঁঠা	সংখ্যা	২	৭০০	৭০৭	১০১.০০
		৫.২ ব্রিডিং বুল তৈরি	তৈরিকৃত বুল		১	৪০	৪২	১০৫.০০

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

০৯. Sustainable Development Goals (SDG) অর্জনের অগ্রগতি:

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ইতোমধ্যে এসডিজি অভীষ্ট-১ এবং ২ অর্জনকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা ক্ষুধা ও দারিদ্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। "Leave no One Behind" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট SDG এর বিভিন্ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান	১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান।
		১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা।
		১.৩ ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা।
		১.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
		১.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা।
২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	২.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।
		২.২ ২০২৫ সালের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও বিকাশরুদ্ধ শিশুবিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান।
		২.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ।
		২.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে।
		২.৫ ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, আবাদযোগ্য শস্য প্রজাতি এবং খামারে ও গৃহে পালনযোগ্য গবাদিপশু ও এদের সমগোত্রীয় বন্য প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যার অন্যতম উপায় হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বহুমুখী বীজ ও উদ্ভিদ ব্যাংকের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ঐকমত্য অনুসারে, কৌলিক (জেনেটিক) সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যলালিত জ্ঞানের ব্যবহার হতে উদ্ভূত সুযোগ সুবিধার সুষ্ঠু ও সমান অংশীদারিতার পথ সুগম করা।
		২ক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিনভান্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি। ২খ দোহা উন্নয়ন রাউন্ডের ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল ধরনের ভর্তুকি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অনুরূপ সকল ব্যবস্থা রহিতকরণসহ অপরাপর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক কৃষিবাজারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিধি-নিষেধ ও বিচ্যুতির সংশোধন ও মোকাবিলা।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
৩	সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	৩.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারীর অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা।
৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্ম সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অর্ন্তভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	৮.১ জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বার্ষিক ন্যূনতম ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন।
		৮.২ উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন।
		৮.৪ উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী ২০৩০ সাল অবধি ভোগ ও উৎপাদনে বৈশ্বিক সম্পদ-দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি সাধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকা।
৯	অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ	৯.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জনে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতিসাধন।
১০	অন্তঃ ও আন্তঃ দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	১০.১ ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০% জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা।
		১০.২ বয়স, লিঙ্গ, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা), জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনেতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন।
১২	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা	১২.১ উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন ও সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো বাস্তবায়নে সকল দেশ কর্তৃক কর্মব্যবস্থা গ্রহণ যাতে অগ্রণী ভূমিকা থাকবে উন্নত দেশগুলোর।

অভীষ্ট নম্বর (Goal No.)	অভীষ্ট (Goals)	কো-লিড/এসোসিয়েট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets)
		১২.৩ খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো।
১৫	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ	১৫.১ ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলির সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
		১৫.৫ প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলোর অবক্ষয় হ্রাস করার জন্য জরুরিভিত্তিতে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়রোধ এবং ২০২০ সালের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের বিলোপ প্রতিরোধ ও সুরক্ষাদান।
		১৫.৬ আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী জিনগত (জেনেটিক) সম্পদ ব্যবহার থেকে আহরিত সুবিধাবলির স্বচ্ছ ও ন্যায্য বণ্টন এবং এ ধরনের সম্পদে যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার প্রবর্ধন।
		১৫.৭ সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচারের অবসানকল্পে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্যপ্রাণিজাত অবৈধ পন্যেও চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ।
		১৫.৮ ২০২০ সালের মধ্যে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী প্রজাতির বিরূপ প্রভাব দৃশ্যমান উপায়ে কমিয়ে আনা ও এদের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অধিক ক্ষতিকর প্রজাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা উচ্ছেদ সাধন।
১৭	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা	১৭.৮ ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।
		১৭.১৮ আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামষ্টিকৃত (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

নিম্নের ছকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ দেওয়া হলো:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৩৮	১০২.৬৫১১	১৭৩	১১০	৯৩.৯৮৫	২৮	৮.৬৬৬১
সর্বমোট		১৩৮	১০২.৬৫১১	১৭৩	১১০	৯৩.৯৮৫	২৮	৮.৬৬৬১

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সর্বমোট ১০৩টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৯৩টি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির টাকার পরিমাণ ২০.৩২ কোটি টাকা।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধীদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২,৭৯৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিরিকে অফিস ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, সিটিজেন চার্টার অবহিতকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, SDG, APAMS সফটওয়্যার ও ই-নথি ব্যবস্থাপনা, U2C, Herd Production & Health Management, খাদ্য নিরাপত্তা, কোল্ড চেইন, লাম্পি স্কিন ডিজিজ ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি, রিপ্রডাক্টিভ ও মেটাবলিক ডিজিজ ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার এবং প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রাণিস্পদ অধিদপ্তরের ১৭ জন কর্মকর্তা বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

১১.১ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২.৮৭ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত ঘোচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গবাদিপশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৭২৬৭টি এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খামারী ৩.৫১ লক্ষ জন। দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:

- স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ;
- ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার পালন মডেল;
- স্ল্যাট/স্লট পদ্ধতিতে ছাগল পালন বাংলাদেশের সাধারণত উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন;
- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি;
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ/কবুতর পালন প্রযুক্তি।

১১.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ ও সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫টি ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি (ILST)-তে Diploma in Livestock কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরি করার পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম:

- ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ই-ভেট সার্ভিস বাস্তবায়িত;
- Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান আছে;
- ৮০টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট নানাবিধ সেবা যেকোন মোবাইল ফোন হতে ১৬৩৫৮ নম্বরে এসএমএস করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়ার কার্যক্রম চলমান আছে।
- নূতন উদ্ভাবনী ধারণা ক্যাটাগরিতে ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে গাভীর গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হচ্ছে;
- পোর্টেবল আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিনের মাধ্যমে গর্ভাবস্থা নির্ণয় করা হচ্ছে।

১৩. আই সি টি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dls.gov.bd) অনলাইন মাসিক/ত্রৈমিসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে;
- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে;
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার, পশুখাদ্য কারখানা, আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পশুখাদ্য কারখানা, আমদানী-রপ্তানি লাইসেন্স, Grand Parent ও Parent Stock পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রমসহ পশুখাদ্য ও খাদ্য উপাদান আমদানি-রপ্তানির জন্য No Objection Certificate (NOC) প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা শুরু হয়েছে;
- APAMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে APA প্রণয়ন ও কার্যক্রমের রিপোর্টিং চলমান আছে;
- অনলাইন ভেটেরিনারি সেবা সহজীকরণে bdvets.com ওয়েবসাইটের কার্যক্রম চলমান আছে;
- কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। নিম্নোক্ত ছকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিস্তারিত অগ্রগতি উপস্থাপন করা হলো:

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২						
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা												
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	পরিচালক প্রশাসন	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	৪
						অর্জন	১	১	১	১	৪	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	পরিচালক প্রশাসন	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৬
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	উপপরিচালক প্রশাসন	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	২
						অর্জন	১	১	১	১	৪	
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	উপপরিচালক এইচআরডি	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২৫	২৫	১০০	১.৫
						অর্জন	-	২৫	২৫	৫০	৭৫	
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	১. করোনা মোকবেলার জন্য সকল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল অফিসে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা	২	সংখ্যা ও তারিখ	উপপরিচালক প্রশাসন	২ (২/১১/২১) (৩/৪/২২)	লক্ষ্যমাত্রা	-	১ (২/২১/২১)	-	১ (৩/৪/২২)	২	২
						অর্জন	-	১		১ (৩/৪/২২)	২	

	২. অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় অফিসে অপ্রয়োজনীয় নথি ধ্বংস করা											
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্ম-পরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	উপপরিচালক প্রশাসন	২০/০৬/২১ ০২/১০/২১ ০১/০১/২১ ০১/০৪/২১ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	২/১০/২১	১/১/২২	১/৪/২২	৩০/৬/২২	৪	১
						অর্জন	৩/১০/২১	৩০/১২/২১	৩১/৩/২২	৩০/৬/২২	৪	
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	পরিচালক সম্প্রসারণ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	৯/৪/২১	১০/১২/২১	৩/৩/২২	৬/৬/২২	৪	৩
						অর্জন	-	১০/১২/২১	৩/৩/২২	২/৬/২২	৩	
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	মহাপরিচালক	৬					৩০/৫/২২	১	১

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন												
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	চীফপিইসি ,	৩১/৭/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/৭/২১				১	২
						অর্জন	৩১/৭/২১				১	
২.২ প্রকল্প PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	মহাপরিচালক	৫৯	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১৫	১৫	১৪	৫৯	১.৬৩
						অর্জন	১২	১২	১২	১২	৪৮	
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িতন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	১০০%		লক্ষ্যমাত্রা	১০%	২৫%	৭০%	১০০%	১০০%	১.৯৪
						অর্জন	১৬.২৭%	৩৫%	৬০%	৯৬.৮১%	৯৬.৮১%	
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	পরিচালক , প্রশাসন		লক্ষ্যমাত্রা		৩১/১২/২১			১	২
						অর্জন		হস্তান্তরিত			১	
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম												
৩.১ সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে গবাদিপশুর ভ্যাকসিনের মূল্য তালিকা ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন করা	মূল্যতালিকা প্রকাশিত	৪	তারিখ	পরিচালক , সম্প্রসারণ	৮/৮/২১ ৪/২/২২	লক্ষ্যমাত্রা	৮/৮/২১		৪/২/২২		২	৪
						অর্জন	৮/৮/২১	-	৪/২/২২		২	

৩.২ অনলাইনে পোষাপ্রাণির আমদানি/রপ্তানির অনাপত্তি সনদ প্রদান।	*অনাপত্তি সনদ*	৪	সংখ্যা	উপপরিচালক এইচআরডি	২০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৫০	৫০	৫০	২০০	৩
						অর্জন	৫৫	৪৩	৫১	৭৫	২২৪	
৩.৩ অনলাইনে পশুপুষ্টি উপকরণ আমদানির অনাপত্তি সনদ প্রদান।	*অনাপত্তি সনদ*	৪	সংখ্যা	উপপরিচালক, প্রাণিস্বাস্থ্য	৪০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	৪০০	১
						অর্জন	৮	৪৭	৩৭৩	৪৮	৪৭৬	
৩.৪ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারিদের মাঝে পশুখাদ্য ও ঔষধ বিতরণ।	বিতরণকৃত পশুখাদ্য ও ঔষধ	৪	তারিখ	পরিচালক, সম্প্রসারণ	৩/৮/২১ ৪/১১/২১ ৫/১/২২ ৬/৫/২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩/৮/২১	৪/১১/২১	৫/১/২২	৬/৫/২২	৪	৪
						অর্জন	৩২১/৮/	বিতরনকৃত	বিতরণকৃত	বিতরণকৃত পশুখাদ্য ৫০২.৬ মে.টন, কৃমির ঔষধ ৫,৩১,৫৩৭ টি, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স ২৪,৮৫০ কেজি	৪	
৩.৫ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খামারিদের মাঝে গবাদি পশুপাখি বিতরণ।	বিতরণকৃত গবাদিপশু-পাখি	৪	সংখ্যা	পরিচালক, সম্প্রসারণ	৫০০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০০	১০০০	২০০০	১০০০	৫০০০	৪
						অর্জন	১৯,৩০০	৩৭৯৩	৩৫,৪৪৯	৭৪,৮৪৫ (ভেড়া ৫,৯১৫ টি হাঁস ৪৪,০০০ টি মুরগি ২৪,৯৩০ টি)	১,৩৩,৩৮৭	

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল দপ্তর অফিসে অভিযোগ বক্স রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ শতভাগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ বরাবর যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার উপর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ৪টি প্রশিক্ষণ, ৪টি অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রনয়ণপূর্বক উর্ধ্বগামী করা হয়েছে।

১৬. উপসংহার:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আপামর মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.fri.gov.bd

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। জলজ পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। গবেষণা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে-স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ; নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর; লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি; প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া; স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর; নদী উপকেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ৭৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে ৬৪টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ফলে দেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision):

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objective):

দেশের মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন।

- গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প শ্রম নির্ভর এবং পরিবেশ উপযোগী উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;

- চিংড়িসহ অন্যান্য অর্থকরী অপ্রচলিত জলজ সম্পদের উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- জাতীয় চাহিদার নিরীখে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচলানা;
- মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়িত্বশীল ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা ও অগ্রসরমান চাষীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গবেষণা ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরমার্শ প্রদান।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। মহাপরিচালক এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। ইনস্টিটিউটের অধীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র রয়েছে। ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ৫২৫ জন তন্মধ্যে পূরণকৃত জনবল ৩০৪ জন এবং শূন্যপদ ২২১ জন। পূরণকৃত জনবলের মধ্যে গবেষণাধর্মী পদের সংখ্যা ১২৮ জন এবং সহায়ক জনবল ১৭৬ জন।

৭. ২০২১-২২ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

৭.১ বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের প্রজনন, চাষাবাদ, জাত উদ্ভাবন এবং জীনপুল সংরক্ষণ:

দেশীয় মাছ প্রাণিজ পুষ্টির প্রধান উৎস। কিন্তু অতিআহরণ এবং জলজ পরিবেশ বিপর্যয়সহ নানাবিধ কারণে আমাদের অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তপ্রায়। আইইউসিএন (২০১৫) এর তথ্য মতে আমাদের দেশে ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায়। এসব মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৭ প্রজাতির দেশীয় মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। পরিসংখ্যান মতে, গত ১২ বছরে দেশীয় মাছের উৎপাদন প্রায় ৪ গুন (২.৬১ লক্ষ মে.টন) বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এসব মাছের প্রাপ্যতা সাম্প্রতিকালে বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরমধ্যে ইনস্টিটিউট গত ১ বছরে দারকিনা, কাকিলা, শোল, তিতপুঁটি, নারিকেলি চেলা, ঢেলা, রাণী, বাতাসী, রয়না ও বটিয়া পুঁইয়া ইত্যাদি মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩৭ প্রজাতির দেশীয় মাছের প্রজননে সফলতা

৭.১.১ বিলুপ্তপ্রায় শোল মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন:

মিঠাপানির দেশীয় প্রজাতির মাছগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় মাছ শোল *(Channa striata)*। মাছটি খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন হওয়ায় বাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশে এ মাছটি শোল মাছ হিসেবে পরিচিত হলেও বিভিন্ন দেশে মাছটি মুরেল, জিওল মাছ ও স্নেকহেড হিসেবে পরিচিত। ইনস্টিটিউট এ মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। গবেষণায় দেখা যায় যে, মাছটি এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত হলেও গ্রীষ্মকালে এরা বেশি ডিম দেয়। তবে এপ্রিল-আগস্ট এদের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় মাছটি চাষের আওতায় চলে আসবে।

প্রজননক্ষম শোল মাছ ও পোনা

৭.১.২ কাকিলা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনঃ

কাকিলা *(Xenentodon cancila)* একটি বিলুপ্তপ্রায় মাছ। মাছটি বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে কাইক্কা, কাই-কল্যা নামে পরিচিত। মানব দেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ এবং কাটা কম বিধায় সকলের নিকট প্রিয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস এ মাছের প্রজনন মৌসুম হলেও আগস্ট মাসে এরা বেশি ডিম দেয়। এক সময় অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত কিন্তু জলবায়ুর প্রভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মনুষ্যসৃস্ট নানাবিধ কারণে বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতা ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। এমতাবস্থায়, সুস্বাদু এ প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এবং চাষের নিমিত্তে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজনন কলাকৌশল উদ্ভাবনে সফলতা অর্জিত হয়েছে।

প্রজননক্ষম কাকিলা মাছের ব্রুড ও পোনা

৭.১.৩ দারকিনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনঃ

আবহমান বাংলার অতি পরিচিত দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ দারকিনা *(Esomus danricus)*। এ মাছটি স্থানীয়ভাবে ডাইরকা, ডানখিনা, দাড়কিনা, ডানকানা, দারকি, দারকা, চুক্কনি, দাইড়কা ইত্যাদি নামে পরিচিত। বহুল পরিচিত ও সুস্বাদু এ মাছটির জীনপুল সংরক্ষণের মাধ্যমে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে ইনস্টিটিউট প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেছে।

দারকিনা মাছের ব্রুড ও রেণু পোনা

৭.১.৪ নারিকেলি চেলা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন:

নারিকেলি চেলা *(Salmostoma bacaila)* স্বাদুপানির একটি সুস্বাদু মাছ। অঞ্চলভেদে এই মাছটি কাটারি ও নারকালি চেলা নামে পরিচিত। এই মাছটি নদ-নদী, পুকুর, হ্রদ এবং খাল-বিলের নিচের অংশে বসবাস করে। মাছটি খুবই সুস্বাদু এবং মানব দেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ বলে মাছটি উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় মাছটির প্রাচুর্যতা ও প্রচুর চাহিদা থাকলেও অন্যান্য দেশীয় ছোট মাছের মত এ মাছের প্রাচুর্যতা বর্তমানে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। একটি পরিপক্ক ওজনের নারিকেলি চেলার ডিম ধারণ ক্ষমতা ওজনভেদে ২,৫০০ থেকে ১১,৫০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় মাছটি চাষের আওতায় চলে আসবে যা উত্তর জনপদে তথা দেশের মৎস্য খাতে এটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

নারিকেলি চেলা মাছের ব্রুড ও রেণু পোনা

৭.১.৫ বটিয়া পুঁইয়া মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন:

বিপন্নপ্রায় বটিয়া পুঁইয়া *(Acanthocobitis botia)* এলাকাভেদে নাটোয়া, খলইমুচুরী, বিলতারি ইত্যাদি নামে পরিচিত। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার পাহাড়ি ছোটনদীতে এবং দিনাজপুর, রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলার ছোট নদীতে এ মাছটি পাওয়া যায়।

বটিয়া পুঁইয়া মাছের ব্রুড এবং পোনা

বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বটিয়া পুঁইয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস বটিয়া পুঁইয়া মাছের প্রজননকাল, তবে জুন মাস এ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম। একটি পরিপক্ক বটিয়া পুঁইয়া মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ থেকে ৮,০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সুস্বাদু এ মাছটি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সফল হওয়ায় বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং চাষের আওতায় চলে আসবে।

৭.১.৬ তিত পুঁটি মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনঃ

বিলুপ্তপ্রায় তিত পুঁটি *(Pethia ticto)* এলাকাভেদে টিক্টো বার্ব, টু স্পট বার্ব ইত্যাদি নামে পরিচিত। এক সময় বাংলাদেশের নদী নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর ও পুকুরে এ মাছটি পাওয়া যেত। আইইউসিএন-২০১৫ এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এ মাছটি সংকটাপন্ন। বানিজ্যিকভাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাছ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি, ভিটামিন, মিনারেল ও খনিজ লবণের চাহিদা পূরণ করে। বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে তিত পুঁটি মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। একটি পরিপক্ক (৭-৯ গ্রাম ওজনের) তিত পুঁটি মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ১৬১০ থেকে ৪১৩০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে আগস্ট, তবে সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাসে। 'বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ মাছটি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় দেশের মৎস্য খাতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে এবং মাছটি বিলুপ্তির হাত থেকেও রক্ষা পাবে।

তিত পুঁটি মাছের ব্রুড এবং রেণু পোনা

৭.১.৭ গুড়া চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ। আমাদের দেশে চিংড়ি উৎপাদনে গলদা এবং বাগদা চিংড়ির পাশাপাশি মিঠাপানির গুড়া বা ইচা চিংড়ির ভূমিকাও রয়েছে। এক সময় দেশের খাল-বিল, ডোবা-নালা, পুকুর এবং উপকূলীয় এলাকায় এ গুড়া চিংড়ি দেখতে পাওয়া যেত। বর্তমানে চিংড়ির প্রাপ্যতা অন্যান্য দেশীয় মাছের মত দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। জলজ পরিবেশ ভরাট হওয়া, খাল-বিল শুকিয়ে যাওয়া, জলাশয় শুকিয়ে নির্বিচারে চিংড়ি আহরণ, কৃষি কাজে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারসহ আরো অনেক কারণেই ইচা বা গুড়া চিংড়ির উৎপাদন অনেকাংশে কমে গেছে। মিঠাপানিতে তিন প্রজাতির গুড়া চিংড়ি *(Macrobrachium rude, M. lamarrei and M. dayanum)* পাওয়া যায়। বর্তমানে চাহিদা ও বাজারমুল্য বেশি হওয়ায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় গুড়া চিংড়ির উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি হেক্টরে গুড়া চিংড়ির সর্বোচ্চ উৎপাদন ৬৯০ কেজি। বর্তমানে একক চাষের পাশাপাশি দেশীয় ছোট মাছের সাথে মিশ্রচাষ নিয়েও গবেষণা চলমান রয়েছে।

গুড়া চিংড়ি

৭.১.৮ দেশীয় মাছ সংরক্ষণে লাইভ জীন ব্যাংক:

দেশে প্রথম বারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহ স্বাদুপানি কেন্দ্র কর্তৃক দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জীন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিষ্ঠিত এ লাইভ জীন ব্যাংকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাগনা, দেশী কই, নাপিত কই, খলিশা, লাল খলিশা, মাগুর, বোয়ালি পাবদা, সরপুঁটি, পুঁটি, শিং, মহাশোল, রুই, বুজুরি টেংরা, ভিটা টেংরা, গুলশা, বাটা, রিটা, মলা, পুঁইয়া গুতুম, পাহাড়ী গুতুম, ঠোটপুইয়া, শালবাইম, টাকি, ফলি, ঢেলা, চেলা, লম্বা চান্দা, রাঙাচান্দা, লালচান্দা, পিয়ালি, বৈরালি, দারকিনা, ইংলা, চেপ চেলা, লোহাচাটা, রাণী, কাকিলা, বাচা, বাতাসি, আঙ্গুস, কানপোনা, ঘাউরা, ভেদা, একথুটি, কাকিলা ও বাসপাতাসহ মোট ১০২ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। দেশীয় মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জীনব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকৃতিতে কোন মাছ হারিয়ে গেলে এ ব্যাংকের মাছকে ব্যবহার করে পুনরায় প্রকৃতিতে ফিরিয়ে আনা যাবে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের আমলে মৎস্যবান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য ইনস্টিটিউটে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউট চত্বরে মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম মহোদয় দেশীয় মাছ সংরক্ষণে জীনব্যাংক উদ্বোধন করেন

৭.১.৯ অধিক উৎপাদনশীল বিএফআরআই সুবর্ণ রুই এর জাত উদ্ভাবন:

বাংলাদেশে চাষযোগ্য কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে রুই সবচেয়ে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ। বর্তমানে মৎস্যচাষ প্রায় সম্পূর্ণভাবে হ্যাচারী উৎপাদিত পোনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু হ্যাচারীতে উৎপাদিত রুই মাছের পোনার কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় (genetic deterioration) ও অন্ত:প্রজনন জনিত সমস্যা (inbreeding depression) মৎস্যচাষ উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায়। এ সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট হতে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের ১টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। রুই মাছের নতুন এই জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মূলজাতের চেয়ে ২০.১২% অধিক উৎপাদনশীল। উন্নতজাতের এ সুবর্ণ রুই মাছ মাঠ পর্যায়ে চাষের মাধ্যমে দেশে ১ লক্ষ টন অধিক উৎপাদিত হবে যার বাজারমূল্য ৩ হাজার কোটি টাকা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের এ জাতটি উদ্ভাবিত হওয়ায় ইনস্টিটিউট হতে এ জাতটিকে "বিএফআরআই সুবর্ণ রুই" হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

বিএফআরআই সুবর্ণ রুই

৭.১.১০ উন্নত জাতের মাছের জার্মপ্লাজম বিতরণ:

২০২১-২২ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট হতে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের মাছের ৫৫০ কেজি রেণু উৎপাদন করা হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিএফআরআই সুবর্ণ রুই, কাতলা, মৃগেল ও মহাশোল মাছের রেণু।

ইনস্টিটিউট চত্বরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী মহোদয় খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের জার্মপ্লাজম বিতরণ করছেন

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এসব উন্নত জাতের জার্মপ্লাজম দেশের বিভিন্ন এলাকার মৎস্যচাষী/খামারী, হ্যাচারী মালিক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সম্প্রতি ইনস্টিটিউট হতে বিএফআরআই সুবর্ণ রুই এর ১৭০০টি পোনা বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনকে এবং ১৪৫০০টি পোনা মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ৮টি বিভাগের ১০ টি খামারে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও গনভবন ও বঙ্গবভন লেকে মহাশোল ও সুবর্ণ রুই পোনা অবমুক্ত করা হয়। তাছাড়া, সরাসরি খামারী পর্যায়ে 'বিএফআরআই সুবর্ণ রুই' মাছের ৭৫০০টি পোনা এবং ১০ জোড়া ব্রুড বিতরণ করা হয়।

৭.২ ইলিশের সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নিরূপণ:

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম এবং রোল মডেল। ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী কার্যক্রম মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি দেশে ইলিশের বিস্তৃতি এবং উৎপাদন বেড়েছে। গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে গত ১২ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে ৮৫% বাজারে বড় আকারের (৮০০-১০০০ গ্রাম) ইলিশের প্রাপ্যতা আগের তুলনায় ২৫% বেড়েছে। মা ইলিশ সুরক্ষা হওয়ায় গত বছর ৩৯,৩১৫ কোটি জাটকা ইলিশ পরিবারে নতুন করে যুক্ত হয়েছে। ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield) ৭.০২ লক্ষ মে.টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশী মাছ আহরণ করা হলে ইলিশের প্রাকৃতিক মজুদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে ইলিশ উৎপাদনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। গত অর্থবছরে সরকার জাটকা সুরক্ষায় ইনস্টিটিউটের গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে (Gill Net) এর ফাঁস ৬.৫ সে.মি. নির্ধারণ এবং সমুদ্রে ৬৫ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধকরণের প্রভাবে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণের জন্য 'এম.ভি বিএফআরআই গবেষণা তরী' নামে একটি জাহাজ ইনস্টিটিউটে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

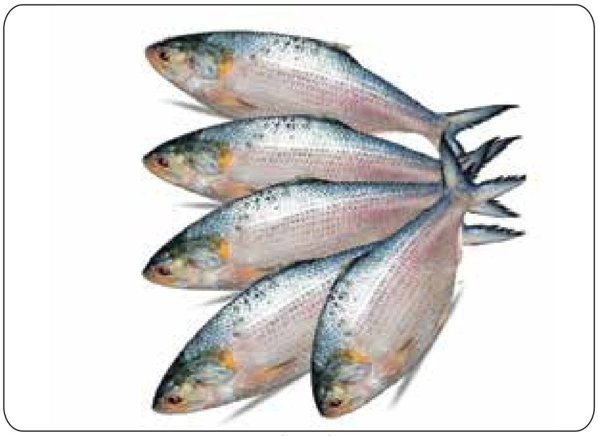

রূপালি ইলিশ

এম.ভি বিএফআরআই গবেষণা তরী

বলেশ্বর নদীতে ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ:

বলেশ্বর নদী ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাগেরহাট, পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত বলেশ্বর নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বলেশ্বর নদীর মোহনা অঞ্চল কয়েকটি নদীর মিলনস্থল। যেখান থেকে বলেশ্বর ছাড়াও বিষখালী, পায়রা, আন্ধারমানিক ও লতাচাপলী নদীতে ইলিশসহ অন্যান্য মাছ বঙ্গোপসাগর থেকে নদীর উজানে প্রবেশ করে থাকে। অন্যদিকে, বলেশ্বর নদী দ্বারা পূর্ব সুন্দরবনের নদী ও খালসমূহ (ভোলা নদী, বেতমোরি গাঙ, সুপতি খাল, দুধমুখী খাল ও ছোট কটকা খাল) সংযুক্ত রয়েছে। বলেশ্বর নদী হয়ে ইলিশসহ অন্যান্য মাছ এসব খাল ও নদীতে প্রবেশ করে।

এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বিবেচনায় ইলিশসহ অন্যান্য মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বলেশ্বর নদী ও মোহনা অঞ্চলের চিহ্নিত অংশকে (জিপিএস মান দ্বারা নির্ধারিত) ইলিশের প্রজনন ক্ষেত্র ঘোষণা করে তা রক্ষা করা প্রয়োজন। এ অঞ্চলে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের লক্ষ্যে প্রতিবছর অক্টোবর মাসে ২২ দিন ইলিশ মাছ ধরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ লার্ভি ও জাটকা ইলিশ এবং অন্যান্য মাছের পোনা মৎস্যজনতার সাথে নতুন করে যুক্ত হবে। এতে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং মৎস্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে।

বলেশ্বর নদীতে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

বিএফআরআই এর গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদীর মোহনা অঞ্চল মিলে গড়ে প্রায় ৫০ কি.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ৩৪৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ইলিশের ৫ম প্রজনন ক্ষেত্র ঘোষণা করা হলে নিম্নোক্ত সুফল পাওয়া যাবে:

- বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদী মোহনা অঞ্চল থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৮০০ কোটি নতুন লার্ভি (০+ সাইজ) ইলিশ এবং ৩৫০ কোটি অন্যান্য মাছের পোনা নদীর মৎস্যজনতার সাথে নতুন করে যুক্ত হবে।
- ব্রুড ইলিশের অবাধ ও নিরাপদ প্রজননের লক্ষ্যে প্রতিবছর অক্টোবর মাসে (আশ্বিন মাসের বড় পূর্ণিমার ভিত্তিতে) ২২ দিন ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হলে প্রতি বছর ৫০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদন হবে যার বাজার মূল্য প্রায় ২৬৪ কোটি টাকা।

৭.৩ অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন:

৭.৩.১ সীউইড শনাক্তকরণ ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন:

সীউইড বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ এবং বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক জলজ সম্পদ। পুষ্টিমানের বিচারে যা বিভিন্ন খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সমাদৃত। সীউইড নিয়ে ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করে এ পর্যন্ত ১৪৭টি সীউইড প্রজাতি সনাক্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে ২৭টি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শনাক্তকৃত সীউইডের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬ প্রজাতির সীউইড *(Hypnea musciformis, Caulerpa racemosa, Enteromorpha intestinali, Padinatetra stromatica* ও *Sargassum oligocystum)* চাষ পদ্ধতি ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে। সীউইড চাষ পদ্ধতি ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে। সীউইড ব্যবহার করে বিভিন মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরীর উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সীউইড হতে বিভিন্ন উপকারী বায়োঅ্যাকটিভ উপাদান শনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ, পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং টিস্যু কালচার গবেষণা চলমান রয়েছে। সীউইড প্রজাতি শনাক্তকরণের উপর Seaweed of Bangladesh Coast শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

Codium bursa

Euchema cottonii

Caulerpa peltata

শনাক্তকৃত নতুন প্রজাতির সীউইড

৭.৩.২ সীউইড মেলা:

সীউইড পরিচিতি এবং জনপ্রিয় করার জন্য গত বছর ইনস্টিটিউট কর্তৃক দু'টি সীউইড উৎসব/মেলা আয়োজন করা হয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে কক্সবাজারে একটি এবং অন্যটি গত ০৩ জুন, ২০২২ইং তারিখে পটুয়াখালীস্থ পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স মিলনায়তনে 'সীউইড মেলা' আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। মেলায় সভাপতিত্ব করেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। এছাড়াও পটুয়াখালীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. ওবায়দুর রহমান ও কলাপাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম রাকিবুল আহসান, বিএফআরআই ও মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগের কর্মকর্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও মৎস্য খাতের অংশীজনরা মেলায় উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজারে সীউইড মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পটুয়াখালীতে সীউইড মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৭.৩.৩ নীল সাঁতারু কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন:

নীল সাঁতারু কাঁকড়া *(Portunus pelagicus)* গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ এবং সী-ফুড হিসেবে জনপ্রিয়। IUCN তথ্য মতে, তিনটি রেড লিস্ট তালিকায় "Least Concern" শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বর্তমানে শীলা কাঁকড়ার পাশাপাশি নীল সাঁতারু কাঁকাড়াও সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অধিক চাহিদার কারণে প্রকৃতি থেকে এর আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট সম্প্রতি নীল সাতারু কাঁকড়ার গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের সুনীল কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন, পুষ্টির চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে নীল সাঁতারু কাঁকড়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

নীল সাঁতারু কাঁকড়া এবং পোনা প্রতিপালন

৭.৩.৪ ওয়েস্টারের পোনা উৎপাদন এবং চাষ:

মৎস্যসম্পদ ওয়েস্টারকে স্থানীয় ভাষায় 'কস্তুরা' বলা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন হ্যাচারিতে মা চিংড়ি এবং কাঁকড়াকে খাওয়ানোর জন্য প্রতিবছর ডিসেম্বর থেকে জুলাই মাসে ওয়েস্টার ব্যবহার (মাসে ১ থেকে ১.৫ টন) করা হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ওয়েস্টার চাষের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় ইনস্টিটিউট ২০১৮-১৯ সাল থেকে কক্সবাজার উপকূলে ওয়েস্টার চাষের উপর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে।

ওয়েস্টার ও ওয়েস্টার চাষ পদ্ধতি

কক্সবাজারের সোনাদিয়া থেকে স্প্যাট সংগ্রহ করে কক্সবাজারের খুরুশখুল এবং নুনিয়ারছড়াতে সাগরে বাঁশের ভেলার মাধ্যমে নেটের ঝুড়ি এবং ঝুলন্ত দড়ি পদ্ধতিতে ওয়েস্টার *(Saccostrea cucullata)* চাষ করা হয়। নেটের ঝুড়ি পদ্ধতিতে খুরুশকুলে ওয়েষ্টার এর মাসিক দৈহিক বৃদ্ধি ছিল ১০.২ গ্রাম (৪০টি ওয়েস্টার মজুদের ক্ষেত্রে) এবং বেঁচে থাকার হার ছিল ৯৫%। অপরদিকে নুনিয়ারছড়াতে দৈহিক বৃদ্ধি ছিল ৮.৫ গ্রাম এবং বেঁচে থাকার হার ছিল ৮৫%।

৭.৩.৫ গ্রীন মাসেল পোনা উৎপাদন এবং চাষ পদ্ধতি:

সামুদ্রিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদের মধ্যে সবুজ ঝিনুক (গ্রীন মাসেল) অন্যতম। সামুদ্রিক বা লোনা পানিতে বসবাসকারী ভাইভালব, মোলাস্কের অর্ন্তভূক্ত Mytilidae ফ্যামিলি বা পরিবারের *Perna* জেনাসের অর্ন্তভূক্ত ঝিনুকদের সবুজ ঝিনুক বলা হয়। স্থানীয় ভাষায় যা সবুজ শামুক নামে পরিচিত। এসব ঝিনুক যেমন পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মানুষের খাদ্য হিসেবেও গুরত্বপূর্ণ। ঝিনুকের মাংসল অংশে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, লিপিড, প্রোটিন, ওমেগা-৩ এর উপস্থিতি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অপরিহার্য খনিজ (জিং, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম) উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে। কালের পরিক্রমায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও যত্রতত্র মানুষের বিচরণ এবং আহরণ বেড়ে যাওয়ায় এসব ঝিনুক আজ বিলুপ্তির সম্মুখীন। ইনস্টিটিউট ২০২১ সাল হতে সবুজ ঝিনুকের উপর নিবিড় গবেষণা শুরু করে। বর্তমানে ঝিনুক চাষের জন্য প্রকৃতি হতে স্প্যাট সংগ্রহ করে চাষের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সামুদ্রিক সবুজ ঝিনুক (গ্রীন মাসেল)

৭.৩.৬ সামুদ্রিক লাইভ ফিড কালচার:

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মাছ এবং শেলফিস (চিংড়ি, কাঁকড়া ও ওয়েস্টার) প্রজননের জন্য লাইভ ফিড প্রয়োজনীয় উপাদান। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রথমবারের মত ০৫টি প্রজাতির ফাইটোপ্লাংকটন *(Skeletonema costatum,* ও *socrysis galvana, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros gracilis, Tetraselmis suecica)* ও ০১টি জুপ্লাংকটন *(Brachionus rotundiformis)* আইসোলেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং ইনডোর-আউটডোর কালচার করা হচ্ছে। সম্প্রতি আরও দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন লাইভ ফিড প্রজাতি *(Thallasiosira sp.* ও *Cyclops sp.)* নিয়ে গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। গত ০৩ বছর ধরে ইনস্টিটিউটের লাইভ ফিড গবেষণাগার থেকে বিশুদ্ধ লাইভ ফিড স্টক কক্সবাজারে ৩৫টি চিংড়ি হ্যাচারীতে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

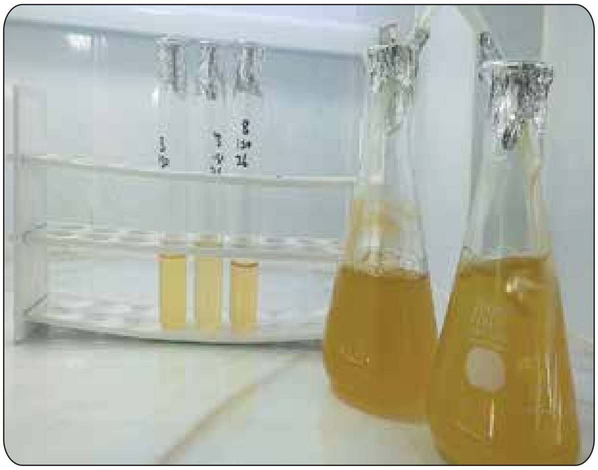

সামুদ্রিক লাইভ ফিড কালচার

৭.৪ উপকূলীয় অঞ্চলের মাছ/চিংড়ির কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনঃ

৭.৪.১ রয়না মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদনঃ

উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন রেখা মাছ *(Datnioides polota)* যা অঞ্চলভেদে রয়না, রেকাসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই মাছটি দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমন সুস্বাদু। মাছটিতে কাঁটা কম থাকার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কাছে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া, অ্যাকুরিয়াম ফিশ হিসেবে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয় ও সংরক্ষণের অভাবে এ মাছটি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (IUCN) তথ্য মতে রেখা মাছ Least Concern প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত। সম্প্রতি ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো রয়না/রেখা মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেছে। রেখা মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম এপ্রিল-জুলাই মাস। রেখা মাছের ডিম ধারন ক্ষমতা ২৫০০-৩০০০ ডিম/গ্রাম। উপকূলীয় অঞ্চলের এ মাছটির পোনার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলে জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি চাষের আওতায় আসবে।

রয়না/রেখা মাছ ও লার্ভি

৭.৪.২ ডিমুয়া চিংড়ির প্রজনন ও পোনা উৎপাদনঃ

উপকুলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ডিমুয়া চিংড়ি *(Macrobrachium villosimanus)* ডিম ওয়ালা চিংড়ি, ডিমো চিংড়িসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত। ডিমুয়া চিংড়ি একটি সম্ভাবনাময় প্রজাতি যা দেখতে ও আকারে গলদা চিংড়ির কাছাকাছি এবং বাজারমূল্য অনেক ভালো। উপকূলীয় অঞ্চলে ডিমুয়া চিংড়ির পোনার প্রাপ্যতা ও জীববৈচিত্র্য ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে রয়েছে। ডিমুয়া চিংড়ির চাষকে দীর্ঘমেয়াদী-স্থিতিশীলভাবে বিকশিত করতে এবং জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত ডিমুয়া চিংড়ির কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদন সফলতা অর্জন করে। ডিমুয়া চিংড়ি ১০-১৫ পিপিটি লবনাক্ততা ও 28-30$^{\circ C}$ তাপমাত্রার পানিতে প্রজনন করে। ডিমুয়া চিংড়ির পোনা উৎপাদন কৌশল সম্প্রসারণ করা হলে উপকূলীয় অঞ্চলে চাষের জন্য পোনা প্রাপ্যতা সহজলভ্য হবে ও ঘেরে অন্যান্য মাছের সঙ্গে মিশ্রচাষ ও বাগদা চিংড়ির বিকল্প প্রজাতি হিসেবে চাষ সহজতর হবে।

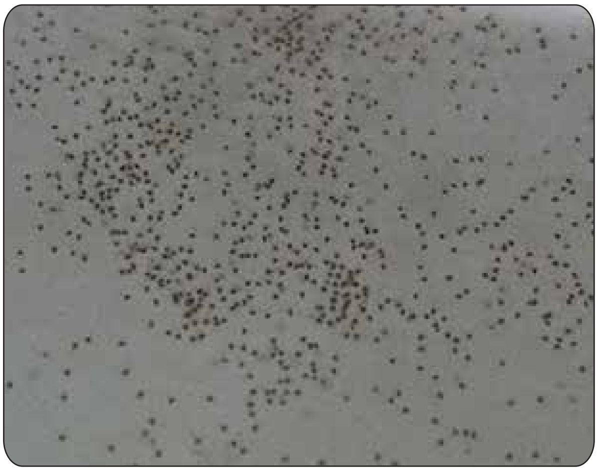

ডিমুয়া চিংড়ির ব্রুড ও রেণু

৭.৫ সেমিনার/কর্মশালাঃ

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর/জনপ্রিয়করণ, গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ে ইনস্টিটিউট হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ১১টি সেমিনার/কর্মশালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্য বিধি মেনে আয়োজন করা হয়েছে। এসব সেমিনার/কর্মশালা থেকে গৃহীত সুপারিশমালা দেশে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন বিষয়ক কর্মশালা

বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি বিষয়ক কর্মশালা

৭.৬ পরিদর্শন:

ইনস্টিটিউটের চলমান গবেষণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি/শিক্ষার্থীগণ সদর দপ্তরসহ কেন্দ্র উপকেন্দ্র পরিদর্শন করেন ।

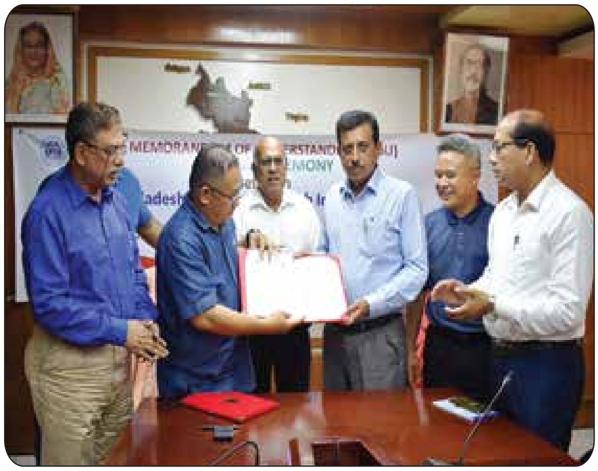

গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শনে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি/শিক্ষার্থীগণ

৭.৭ প্রযুক্তি হস্তান্তর:

ইনস্টিটিউট ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ৪টি প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছে । প্রযুক্তি ৪টি হলো: ১) লইট্যা টেংরা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল ২) কুর্শা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল ৩) ঢেলা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কলাকৌশল ৪) বাংলাদেশে ইলিশ মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন নিরূপণ ।

৭.৮ প্রকাশনা:

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত লিফলেট, নিউজলেটার, জার্নাল, প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে । এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ‘‘বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও চাষ ব্যবস্থাপনা’’ প্রযুক্তি নির্দেশিকা, Hilsa Fisheries Reseach and Developmet in Bangladesh & Seaweed of Bangladesh এবং Marine Fishes of Bangladesh শীর্ষক ০৪টি বই প্রকাশ করা হয়েছে ।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

জুন ২০২১ মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী কর্মসম্পাদনের ১০টি ক্ষেত্র এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ৫টি কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এপিএ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১০০০ জন চাষী/ উদ্যোক্তা এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের মৎস্যচাষ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান, ৭৭০ জন চাষী/খামারী/কর্মকর্তাকে মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৭০ জন তরুণ উদ্যোক্তাকে মৎস্যচাষ বিষয়ক ই-প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫০ জন প্রান্তিক চাষীকে বিনামূল্যে মাছের রেণু/পোনা বিতরণ করা হয়।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি:

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬১টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং লক্ষ্যমাত্রা ২.৫.১ সূচক পূরণে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭টি দেশীয় মাছের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইনস্টিটিউট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহ হচ্ছে:- ১. চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প, ২. সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৩. বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

ইনস্টিটিউটে ২০২০-২১ সালে প্রারম্ভিক জেরসহ ১৩৪টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৩৩টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ১৪টি আপত্তির ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৪৬ টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ সালে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ৩ জন কর্মকর্তা উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তিতে মনোনয়ন পেয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৭৭০ জন কর্মকর্তাকে/উদ্যোক্তা/খামারীকে প্রযুক্তিভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৭০ জন তরুণ উদ্যোক্তাকে মৎস্য বিষয়ক ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২. ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন টিম যথাসময়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইনোভেশন টিমের সভা, উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা যাচাই বাছাই করে তথ্য বাতায়নে প্রকাশ, উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা সহজীকরণ, পরিবীক্ষণ, ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত বছর ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়িত ইনোভেশন বা উদ্ভাবনী ধারণা হচ্ছে, "বিএফআরআই সুবর্ণ রুই"; বাস্তবায়িত একটি সহজিকরণ সেবা হচ্ছে বিএফআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সহায়তা এবং ডিজিটালাইজকৃত একটি সেবা হচ্ছে "ই-কার্প ব্রিডিং"। তাছাড়া, ই-নথি ব্যবহার বৃদ্ধি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে দুইটি কর্মশালা ও সভা এবং কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা এবং ৪টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

১৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণঃ

ইনস্টিটিউটে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত নৈতিকতা কমিটি ৪টি সভার আয়োজন করে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করেছে। আলোচ্য সময়ে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার আওতায় কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পের পিআইসি সভার আয়োজন ও প্রকল্পের সমাপ্তিতে সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বিষয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমঃ

ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আইসিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ইনস্টিটিউটে ন্যাশনাল পোর্টাল, ফ্রেমওয়ার্কের সহায়তায় ওয়েবসাইট, ৮০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সংযোগ, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ই-নথি সিস্টেম ও ই-জিপি সেবার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ই-কার্প ব্রিডিং অ্যাপস্

১৫. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থাঃ

ইনস্টিটিউটের অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরে একটি অভিযোগ পাওয়া যায় এবং যথাসময়ে তা নিষ্পত্তি করা হয়। উল্লেখ্য, ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্রে ২০২১-২২ সালে কোন প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

১৬. উপসংহার:

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বর্তমান মৎস্যবান্ধব সরকারের আমলে গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ও জনবল বৃদ্ধি পাওয়ায় ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হয়েছে। দেশীয় মাছ সংরক্ষণ, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন এবং অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আলোচ্য সময়ে গবেষণা ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.blri.gov.bd

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের প্রাণী ও পোল্ট্রিসম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৬ সাল থেকে বিএলআরআই এর কর্মযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে উল্লিখিত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৩ নং আইন) পাশ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড এর উপর বিএলআরআই এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত এবং মহাপরিচালক, বিএলআরআই এর মুখ্য নির্বাহী। ঢাকার অদূরে সাভারে বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এবং এর পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো ১. সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ী ঘাট, ২. বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, ৩. রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা, ৪. ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলা এবং ৫. যশোর জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত। অতি সম্প্রতি নীলফামারি জেলার সৈয়দপুরে পোল্ট্রি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করার কাজ শুরু হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision):

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতি পূরণ;
- সম্ভবনাময় দেশি প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বংশবৃদ্ধিকরণ;
- প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- দারিদ্র্য বিমোচন।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main functions):

১. গবেষণার মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদের মৌলিক সমস্যা শনাক্তক্রমে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ বা চিহ্নিত করা;

২. প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রকার রোগ দ্রুত শনাক্তকরত এবং তার চিকিৎসার জন্য উপযোগী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;

৩. প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের উপর বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরাজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং তাদের সংক্রমণ প্রভাব নির্ণয়ে ইপিডেমিওলজিক্যাল গবেষণা পরিচালনা করা;

৪. প্রাণী ও পোল্ট্রিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিষয়ে প্রাণীর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা এবং রোগের যথাযথ প্রতিষেধক উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

৫. দুধ, মাংস ও কর্ষণ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক প্রাণিসম্পদের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক পোল্ট্রির উন্নত জাত উদ্ভাবন করা;

৬. প্রাণী খাদ্যের উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক উপজাত, উচ্ছিষ্ট ও অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৭. আপদকালীন সময়ে প্রাণিখাদ্য যোগানের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণযোগ্য প্রাণিখাদ্য প্রস্তুতকরণের কৌশল উদ্ভাবন করা;

৮. প্রাণী হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ এবং আন্তঃদেশীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধকল্পে গবেষণার মাধ্যমে উক্ত রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মানসম্পন্ন টিকা উদ্ভাবন করা;

৯. প্রাণী হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে 'একস্বাস্থ্য (One Health)' বিষয়ক গবেষণা পরিচা-লনা করা;

১০. প্রাণী এবং উৎপাদিত প্রাণিজপণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা;

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure):

বিএলআরআই ১০ টি গবেষণা বিভাগ, একটি সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগ ও পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্র এর সমন্বয়ে গঠিত ।

ক. গবেষণা বিভাগসমূহ:

* পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
* প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ;
* প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
* আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ;
* সিস্টেম রিসার্চ বিভাগ;
* ছাগল উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
* ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
* বায়োটেকনোলজি বিভাগ;
* মহিষ উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
* প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরিক্ষণ বিভাগ ।

খ. সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগঃ

- প্রশাসন শাখা;
- পরিবহন শাখা;
- নিরাপত্তা শাখা;
- প্রকৌশল শাখা;
- হিসাব শাখা;
- প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা;
- গ্রন্থাগার শাখা;
- স্টোর ও প্রোকিউরমেন্ট শাখা;
- গবেষণা খামার।

গ. আঞ্চলিক কেন্দ্রঃ

- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ি, রাজশাহী।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, সদর, যশোর।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, ভাংঙ্গা, ফরিদপুর।
- বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী (নির্মাণাধীন)।

মহাপরিচালক মহোদয়ের বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি পরিদর্শন

৭. ২০২১-২২ অর্থবছরের ইনস্টিটিউটের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্য:

৭.১. প্রযুক্তি উদ্ভাবন:

৭.১.১. লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাসের জাত:

মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ বিশ্বব্যাপী এমনকি বাংলাদেশের জন্যও এটি অন্যতম একটি বড় পরিবেশগত সমস্যা। বাংলাদেশ একটি ক্রমবর্ধমান এবং উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের ঋতুচক্র বদলে যাচ্ছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব কৃষি উৎপাদনের উপর পড়ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিতে লবণের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে এ অঞ্চলের কৃষি কাজ ও প্রাণিসম্পদ লালন-পালন করা দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গবাদি প্রাণীর খাদ্য সমস্যা দূর করতে এনএটিপি ফেজ-২ এর অর্থায়নে পরিচালিত পিআইইউ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর (বিএআরসি) তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর সহযোগিতায় বিভিন্ন মাত্রার গামা রেডিয়েশন (Gamma Ray) প্রয়োগ করে মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাসের মিউটেন্ট লাইন/জাত উদ্ভাবন করেছে।

প্রযুক্তির বর্ণনা:

লবণ সহিষ্ণু ঘাসের মিউটেন্ট লাইন/জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ বিদ্যমান নেপিয়ার ঘাসের ৭টি কালটিভার যথা-নেপিয়ার-১ (বাজরা), নেপিয়ার-২ (এরোগা), নেপিয়ার-৩ (হাইব্রিড), নেপিয়ার-৪ (ভিয়েতনাম), পাকচং, মার্কইরন ও রোকোনা নির্বাচন করা হয় এবং ঘাসের বংশ বৃদ্ধি/উৎপাদনের জন্য কান্ড (অযৌন জনন পদ্ধতি) ব্যবহার করা হয়।

ঘাসে কাঙ্ক্ষিত বাহ্যিক এবং কৌলিক উভয় বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন সাধনের জন্য দুই গিট বিশিষ্ট (Double Node Cutting) নেপিয়ার এর ৭টি কালটিভারের কান্ডসমূহকে গামা রেডিয়েশন ১০ গ্রে থেকে শুরু করে গামা রেডিয়েশন ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ এবং ১০০ গ্রে মাত্রার মোট ১০টি রেডিয়েশন 60^{Co} গামা সোর্স' মেশিনের গামা চেম্বার এর সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। রেডিয়েশন এর প্রভাব তুলনা করার জন্য অ-বিকিরণকৃত (রেডিয়েশন ছাড়া) ঘাসের কান্ডকে কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গামা রেডিয়েশন ছাড়া এবং রেডিয়েশনকৃত মোট ৭৭টি ক্লোন (মিউটেন্ট লাইন-১) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ফডার গবেষণা মাঠ এ একই কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনায় (Similar Agronomical Management Practice) চাষাবাদ করা হয়। মিউটেন্ট লাইন-১ সম্পর্কযুক্ত গামা রেডিয়েশনকৃত এবং রেডিয়েশন ছাড়া (কন্ট্রোল গ্রুপ) নেপিয়ার কালটিভারসমূহের সকল ক্লোন এর ঘাসের উৎপাদন দক্ষতা, পুষ্টি গুণাগুণ এবং বেঁচে থাকার হার ইত্যাদির ভিত্তিতে বেস্ট টু বেস্ট বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মিউটেন্ট লাইন-২ এর ক্লোন নির্বাচন করা হয়।

নির্বাচিত মিউটেন্ট লাইন-২ এর ক্লোনসমূহকে পুনরায় অন্য আরেকটি ফডার গবেষণা পটে একই কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনায় চাষাবাদ করা হয় এবং একইভাবে উল্লিখিত প্যারামিটার ও গুণাবলীর বেস্ট টু বেস্ট বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৭টি কালটিভার থেকে প্রাথমিকভাবে ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৮০ এবং ৯০ গ্রে মাত্রার গামা রেডিয়েশনকৃত ঘাসের মোট ৫৬ টি ক্লোন (কন্ট্রোল ট্রিটমেন্টসহ) নির্বাচন করা হয়।

নির্বাচিত বিভিন্ন মাত্রার গামা রেডিয়েশনকৃত ঘাসের ক্লোনসমূহকে লবণের মাত্রার সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য (salt tolerance screening) পট কালচার পরীক্ষার মাধ্যমে যথাক্রমে ০, ৮, ১০ এবং ১২ ডেসি সিমেন পার মিটার (dSm-1) মাত্রার লবণ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। গবেষণায় প্রতিটি ঘাসের ক্লোন এবং লবণের মাত্রার ৩টি করে প্রতিলিপি (replication) রাখা হয়। ২০ সে.মি. উচ্চতা এবং ৬৮ সে.মি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট মাটি ও প্লাস্টিক টবের প্রতিটিতে ৭.৫ কেজি মাটি দেওয়া হয় এবং একই কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত গামা রেডিয়েশনকৃত এবং রেডিয়েশন ছাড়া (কন্ট্রোল গ্রুপ) ঘাসের ক্লোনসমূহের দুই গিট বিশিষ্ট কাণ্ডকে মাটির টবে রোপণ করা হয়। ত্রিশ (৩০) দিন পর্যন্ত টবে কোন প্রকার লবণ প্রয়োগ না করে ঘাসের ক্লোনসমূহকে ভালোভাবে জন্মানো এবং পীড়ন। প্রতিরোধকল্পে (well establishment without stress) শুধু পানি প্রয়োগ করা হয়।

ত্রিশ (৩০) দিন পর থেকে পরবর্তী ১ মাস উল্লিখিত মাত্রার লবণ প্রয়োগ করা হয়। পট কালচার ব্যবস্থাপনায় বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য (morphological characteristics), বেঁচে থাকার হার (Survivability rate) সজীবতা এবং সর্বোপরি ঘাসের উৎপাদন দক্ষতার (Biomass production efficiency) উপর ভিত্তি করে গবেষণায় ব্যবহৃত নেপিয়ার এর ৭টি কালটিভার এর মধ্যে হতে ৫টি কালটিভার এর মোট ১৭টি লবণ সহিষ্ণু মিউটেন্ট লাইন নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্যে ৫টি মিউটেন্ট লাইন ৮ ডেসি সিমেন পার মিটার, ৮টি মিউটেন্ট লাইন ১০ ডেসি সিমেন পার মিটার এবং ৪টি মিউটেন্ট লাইন ১২ ডেসি সিমেন পার মিটার লবণ সহনশীল হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

জেনেটিক বৈচিত্র্য দেখার উদেশ্যে পিসিআর (PCR) বিশ্লেষণের জন্য জিনোমিক ডিএনএ বের করতে ৭টি নেপিয়ার প্রজাতি ঘাসের ৯১টি নমুনা ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় জেনেটিক বৈচিত্র্য শনাক্ত করার জন্য পিসিআর পদ্ধতি অনুসরণ করতে দশটি প্রাইমার ব্যবহার করা হয়। পিসিআর শনাক্তকরণ থেকে দেখা যায় যে, নির্বাচিত মিউটেন্টগুলোর মধ্যে কোন পলিমরফিজম পরিলক্ষিত হয়নি এবং প্রাইমার PGIRD25 ব্যবহার করে সমস্ত অ্যাক্সেসে প্রায় 400 bp আকারের একটি ব্যান্ড পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে প্রাইমার CTM10 ব্যবহার করে 450 bp এর মনোমরফিক পিসিআর পণ্যে অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রযুক্তিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গামা রেডিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত নেপিয়ার ঘাসের মিউটেন্ট লাইনসমূহ বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলার লবণাক্ত মাটি (লবণাক্ততার মাত্রা 1.75-5.0 dSm-1) ও পানি (লবণাক্ততার মাত্রা 7.5-11.50 dSm-1) সহনীয়। প্রাণিখাদ্য হিসাবে উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাস সর্ম্পূণ নিরাপদ।

গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে গবাদিপশুর জন্য উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার জাতের ঘাস বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর লবণাক্ত এলাকায় বছরব্যাপী চাষযোগ্য এবং অধিক উৎপাদনশীল। বিএলআরআই এসপি-২০, বিএলআরআই এসপি-৬০, বিএলআরআই এসপি-৯০, বিএলআরআই এসএন-৪৫০ এবং বিএলআরআই এসএন-১৯০ এর প্রতি কেজি সবুজ ঘাসের উৎপাদন খরচ যথাক্রমে টাকা ০.৯১, ০.৯৪, ০.৯৯, ১.০১ এবং টাকা ১.০৫। প্রতি হেক্টর জমিতে বছরে ঘাস উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬৪, ২৫৫, ২৪২, ২৩৭ এবং ২২৭ মেট্রিক টন। প্রতি কেজি সবুজ ঘাসের বিক্রয় মূল্য গড়ে টাকা ২.৫০ হিসাবে প্রতি হেক্টর জমিতে উল্লিখিত লবণ সহিষ্ণু ঘাস চাষাবাদ করে একজন খামারী বছরে যথাক্রমে টাকা ৪,২০,০০০.০০, ৩,৯৭,০০০.০০, ৩,৬৪,০০০.০০, ৩,৫৩,০০০.০০ এবং ৩,২৯,০০০.০০ আয় করতে পারেন।

উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাসের জাত চাষাবাদের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, খামারীরা সহজেই ঘাস চাষাবাদ করতে পারবে, গবাদি প্রাণী লালন-পালন অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হবে, উপকূলীয় অঞ্চলে গবাদিপশুর দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং খামারীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে ও তাদের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে।

৭.১.২. প্রোবায়োটিক দই তৈরিতে বিএলআরআই স্টার্টার কালচার:

প্রযুক্তির বর্ণনা:

দই হচ্ছে দুধ থেকে ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে গাঁজন প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত একটি সুস্বাদু, উপাদেয় এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন পুষ্টিকর খাদ্য। এটি সহজপাচ্য এবং স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। দই আমাদের রক্তের কোলেস্টেরল এর পরিমাণ হ্রাস করতে এবং হজম শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সাথে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, ডায়রিয়া, কলেরা ও পেটের অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কমাতে সাহায্য করে। গবেষণাগারে দেখা গেছে, নিয়মিত দই খেলে শরীরে ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং উপকারি ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। দই তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের ল্যাকটিক এসিড ব্যাক্টেরিয়া ব্যবহার করা হয়। এই ল্যাকটিক এসিড ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়াগুলোই আমাদের শারীরবৃত্তীয় উপকার সাধন করে থাকে। প্রোবায়োটিক দই তৈরির লক্ষ্যেই বিএলআরআই প্রোবায়োটিক স্টার্টার কালচার তৈরি করা হয়েছে। বিএলআরআই স্টার্টার কালচারে *Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus* এবং *Bifidobacterium bifidum* নামক প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াগুলো একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিএলআরআই স্টার্টার কালচার এর সুবিধা:

- ঘরে বসে খুব সহজেই প্রোবায়োটিক গুণ সম্পন্ন দই তৈরি করা যায়।
- প্রোবায়োটিক দই দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সাথে কোষ্ঠকাঠিন্য, ঠাণ্ডা-এলার্জির প্রকোপ, পেটের পীড়া ইত্যাদি রোগের প্রকোপ কমায়।
- যে সকল লোক দুধ হজম করতে পারে না তারা সহজেই প্রোবায়োটিক দই খেতে পারবেন।

দই-এর প্যানেল টেস্টের ফলাফল:

মানদণ্ড	মিষ্টি দই	টক দই
স্বাদ এবং গন্ধ	মিষ্টি স্বাদ ও সুমিষ্ট গন্ধ যুক্ত	টক স্বাদ ও সুমিষ্ট গন্ধ যুক্ত
ঘনত্ব /দৃঢ়তা	মোটা, পুরু	মোটা পুরু
রং এবং গঠনবিন্যাস	হালকা কমলা এবং জমাট বাঁধা	ঝকঝকে সাদা এবং জমাট বাঁধা
ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা (CFU/ml)	৯.২ x ১০^{৭}	৯.৯ x ১০^{৭}
ইস্ট মোল্ড সংখ্যা	০০	০০
ই. কোলাই সংখ্যা	০০	০০

দই- এর পুষ্টিমান:

মানদণ্ড	মিষ্টি দই	টকদই
অম্লত্ব	৫.১	৪.২
ফ্যাট কনটেন্ট	৭.০%	৬.৫%
টোটাল সলিড কনটেন্ট	৩৪.৬%	১৮.৬%
অ্যাশ কনটেন্ট	১.১৫%	১.১৩%

রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ- ২০২১ এর উদ্বোধন

বিএলআরআই স্টার্টার কালচার ব্যবহার করে দই তৈরি অনেক সহজ, সুস্বাদু এবং প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়া সম্পন্ন যা ভোক্তার পুষ্টির চাহিদা পূরণের সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। সেই সাথে যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স রয়েছে তারাও বাসায় সহজে দই তৈরি করে খেতে পারবেন। দইকে ভোক্তার কাছে নিরাপদ ও সহজলভ্য করতে বিএলআরআই স্টার্টার কালচার অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৭.২. চলমান গবেষণা কার্যক্রম:

অত্র ইনস্টিটিউটে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান গবেষণা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

আরসিসি গরুর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ:

গবেষণার মাধ্যমে নিউক্লিয়াস হার্ডে জাতটির দৈনিক দুধ উৎপাদন ২-৩ লিটার হতে ৫-৬ লিটারে উন্নীত হয়েছে। জাতটির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরসিসি ষাঁড় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ষাঁড় থেকে বীজ সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করছে।

উন্নয়নকৃত রেড চিটাগাং ক্যাটেল

মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন:

মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল জাতটি যেন বিলুপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে জাতটির সংরক্ষণ বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত মুন্সীগঞ্জ জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ করে তা মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজননের সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং খামারী পর্যায়ে এ জাতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশী মুরগির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ:

খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে লালন পালনের মাধ্যমে দেশী জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। স্থানীয় দেশীয় জাতের তুলনায় এ মুরগীর ডিম উৎপাদন প্রায় ৩ গুণেরও বেশি তেমনি দৈহিকভাবে দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় ৮ সপ্তাহেই বাজারজাত করা যায়।

অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাত উদ্ভাবন:

দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনশীল (২ বৎসর বয়সে ≈ ৬.৫ খাদ্য রূপান্তর দক্ষতায় ন্যূনতম ৩০০ কেজি দৈহিক ওজন) গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ব্রাহমানের পাশাপাশি শ্যারোলেইস, সিমেন্টাল এবং লিমোসিন জাতের বিফ ব্রিড ব্যবহার করে সংকর জাতের মাংস উৎপাদনকারী গরুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রথম প্রজন্মের সংকর জাতের গরুগুলো ২ বছর বয়সে (বাজারজাতকরণের বয়স) ৫০০-৫৫০ কেজি দৈহিক ওজন প্রাপ্ত হচ্ছে।

বিমেনটাল (বিসিবি১-× সিমেন্টাল)	বার্লি (বিসিবি-১×শ্যারোলেইস)	বিমুসিন (বিসিবি-১ × লিমুসিন)	ব্রাহমান সংকর (বিসিবি-১× ব্রাহমান)	বিসিবি-১

দেশীয় জাতের মুরগীর জাত উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিকিকরণ:

বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশীয় পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাতটি হলো বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)। উদ্ভাবিত জাতটি দুই মাসে গড়ে এক কেজি ওজন হয়। এই মুরগির মাংস সুস্বাদু তাই বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই জাতটির সম্প্রসারণের জন্য আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড এর সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)

খামারী পর্যায়ে প্রজনন কাজে বিএলআরআই উন্নীত দেশি জাতের প্রাণী ও পোল্ট্রি ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে দেশি প্রজাতি ও জাতসমূহের দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা খামারীর পারিবারিক পুষ্টি সরবরাহ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

৭.৩. প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবাঃ

সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অত্র ইনস্টিটিউট নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৮৩৪ জন খামারীকে প্রাণিসম্পদ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পরামর্শ প্রদান করেছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২২ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ২৯টি কার্যক্রমের বিপরীতে সবগুলো কার্যক্রমেরই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং অগ্রগতি ছিলো ৯৯%। আবশ্যিক কৌশলগত দিকসমূহের ক্ষেত্রে অর্জন হয়েছে ৯৮% এবং মোট ৯৪.৭০% অর্জন হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএলআরআই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সম্পাদনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরগুলোর মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে অত্র ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ এবং বিদ্যমান ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৯. SDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতিঃ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় চলমান প্রকল্প, ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের শিরোনাম ও সম্ভাব্য বাজেট এবং ২০২১-২০৩০ খ্রিঃ মেয়াদকালের প্রকল্প/কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের আওতায় ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণঃ

ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান মোট ৪৬ টি অডিট আপত্তির ২০টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ

প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে গত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৮১৪ জন খামারী/ উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৪৬ জন বিজ্ঞানী/ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ; বিএলআরআই এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ; সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; বিভিন্ন অনলাইন সেবা ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে পৃথক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।

"তথ্য অধিকার" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

১২. ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

উদ্ভাবনী আইডিয়াঃ

বিএলআরআই বর্তমানে ১১ টি আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে তম্মধ্যে বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপ, বিএলআরআই ডেইরি ব্রিডিং ম্যানেজার এবং খামার গুরু উদ্ভাবনী আইডিয়া তিনটি মাঠ পর্যায়ে রেপ্লিকেশন হচ্ছে, গ্রীনওয়ে বিজনেস অ্যাপটি মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং চলমান রয়েছে;

"ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

পরবর্তী আইডিয়াসমূহ (১. পোল্ট্রি প্রযুক্তি সেবা প্রদানে ওয়ানস্টপ সার্ভিস, ২. বিএলআরআই সেবা কেন্দ্র, ৩. খামার পরিকল্পনায় বিএলআরআই হেল্প লাইন, ৪. ল্যাবে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তি, ৫. Mobile Vaccination Camp ও ৬. গবাদি পশুর রোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধের জন্য মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি) প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ।

কর্মশালা/প্রশিক্ষণ:

গত ০৩/০১/২০২২, ১৮/৫/২০২২, ১২/০৬/২০২২ এবং ১৯/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' শিরোনামে দিনব্যাপী চারটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ।

'৪র্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন:

গত ৩০ মে, ২০২২ খ্রি: তারিখে বিএলআরআই ইনোভেশন টিম বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ এ বাস্তবায়নকৃত "ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি" শীর্ষক উদ্ভাবনী উদ্যোগটি পরিদর্শন করেন ।

সভা অনুষ্ঠান ও বাস্তবায়ন:

২০২১-২২ অর্থবছরে বিএলআরআই ইনোভেশন টিম কর্তৃক ১১ টি সভার আয়োজন করা হয় এবং সভার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

১৩. আই.সি.টি./ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:-

আইপি টেলিফোন সেবা চালু:

বর্তমানে অভ্যন্তরীণ এবং চ্যানেল ফাঁকা থাকা সাপেক্ষে বাইরে যোগাযোগের জন্য বিএলআরআই কর্মকর্তাগণ আইপি টেলিফোন সেবা ব্যবহার করছেন, তবে চ্যানেলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কর্মকর্তাদের থেকে প্রস্তাব রয়েছে। চ্যানেলের সংখ্যা বাড়িয়ে সকল কর্মকর্তাকে আইপি টেলিফোন সুবিধা প্রদান করার ব্যাপারে ইনস্টিটিউটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

ডিজিটাল চাহিদাপত্র:

বর্তমানে বিএলআরআই ওয়েবসাইটে ডিজিটাল চাহিদাপত্রের একটি সফটওয়্যার সন্নিবেশ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা সফটওয়্যার ব্যবহার করে দিতে পারছেন। তবে, স্টোরে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল না থাকায় সফটওয়্যারের পুরোপুরি সুফল ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অচিরেই স্টোরে দক্ষ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যাপারে ইনস্টিটিউটের পরিকল্পনা রয়েছে।

গবেষণা কাজে ই-জার্নাল লাইব্রেরী:

বিএলআরআই এ বিজ্ঞানীগণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL) এ সংরক্ষিত প্রায় ২৫০টি কৃষি বিষয়ক স্বনামধন্য ই-জার্নাল ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া AGORA, ARDI, GOALI, Hinari ও OARE আন্তর্জাতিক অনলাইন জার্নালসমূহ বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের পড়াসহ ডাউনলোড করার সুযোগ রয়েছে।

এসএমএস গেটওয়ে চালু:

বিভিন্নসভা আহ্বান বা কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক বার্তা/নোটিশ প্রেরণের জন্য ওয়েব বেইজড এসএমএস প্রেরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, ফলে সভা আহ্বান/সতর্ক বার্তা প্রেরণের কাজে কাগজের ব্যবহার ও সময় ব্যয় রোধ করা হয়েছে।

ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সেবা:

বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা প্রধানের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে ৫০ এমবিপিএস এবং রেডিও লিংক ব্যবহার করে ৩০ এমবিপিএস ডুপেক্স ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ল্যান এ সংযোগ করা হয়েছে। ফলে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ই-যোগাযোগ বেড়েছে। এছাড়াও ওয়াইফাই জোন তৈরী করে বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইজ যেমন স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট পিসি, ট্যাব ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করে ই-কমিউনিকেশনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন:

বিএলআরআই এর সার্ভার রুমে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি যেমন HP Server, Cisco Switches, Mikrotik CCR Router ইত্যাদি উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণা ও উন্নয়মূলক কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণঃ

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা ২০২১ এর আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন গ্রেডের ৪ জন কর্মচারিকে প্রণোদনামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয় । এছাড়া ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিগণকে "শুদ্ধাচার অনুশীলন ও প্রয়োগ" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

"শুদ্ধাচার অনুশীলন ও এর প্রয়োগ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিস্পত্তির ব্যবস্থাঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান অভিযোগ বক্স কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি । GRS এবং ই-মেইল এ প্রাপ্ত ১১ টি অভিযোগের সবগুলো নিস্পত্তি করা হয়েছে ।

"অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৬. উপসংহারঃ

মানসম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীগণ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । বিভিন্ন প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নসহ নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে অত্র ইনস্টিটিউট বদ্ধপরিকর ।

বা: ম: উ: ক:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfdc.gov.bd

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) সরকারি মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যার ২০টি কেন্দ্র দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশে আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, আহরিত মৎস্যের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কর্পোরেশন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করছে। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর জলায়তনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার ৮ লক্ষাধিক উপজাতি ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে।

২. রূপকল্প (Vision):

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):

সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই হ্রদ ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Vision and Mission):

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;

* মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
* মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
* মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* মৎস্য শিকার, উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
* মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
* সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর ।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions):

* সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
* সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
* কাপ্তাই হ্রদ ও বিভিন্ন জলাশয়/পুকুরে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
* আহরিত মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
* মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
* ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;
* সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

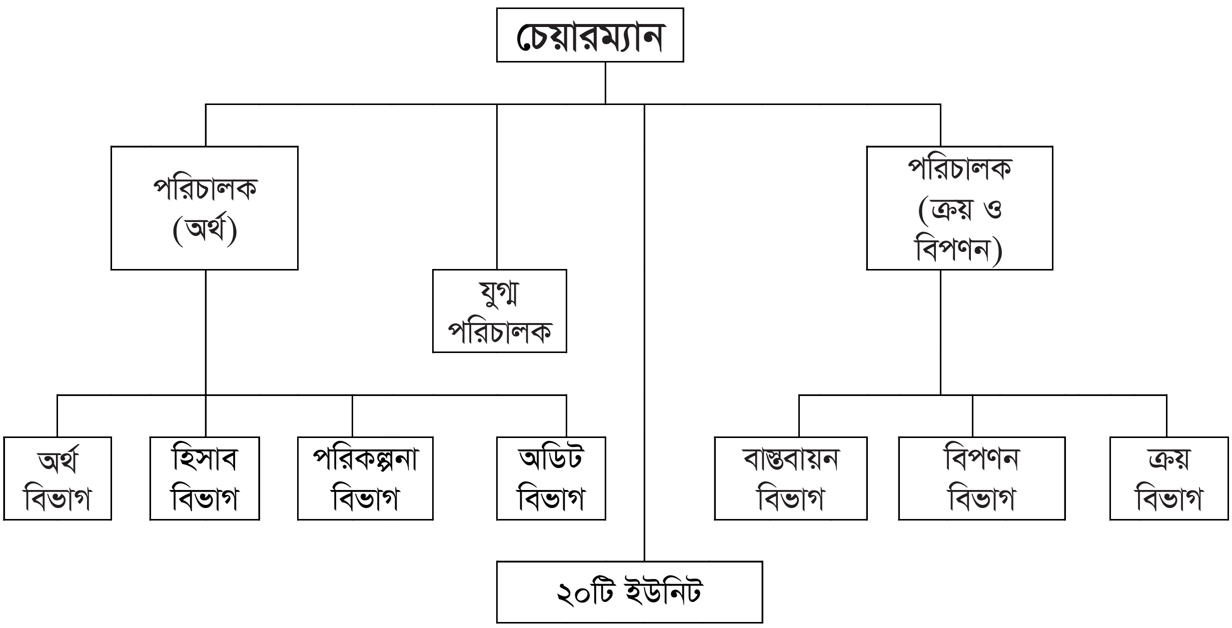

৭. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক সচিত্র নাতিদীর্ঘ বর্ণনাঃ

মৎস্য অবতরণ (Fish Landing):

দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য কর্পোরেশনের ১৭টি অবতরণ কেন্দ্রে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৪,০০০ মেট্রিক টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয়। ব্যবসায়ীরা এ সকল মাছ মৎস্যজীবীদের নিকট হতে সরাসরি ক্রয় করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণসহ বিদেশে রপ্তানি করে। এছাড়া কর্পোরেশন মংলা কেন্দ্রের পুকুরে মাছ চাষ করতঃ উৎপাদিত মাছ সরাসরি বাজারজাত করে।

মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে রূপচাঁদা ও ইলিশ মাছ অবতরণ

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণঃ

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানিকারকদের ৮৫,০০০ মেট্রিক টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

হ্রদে মৎস্য উৎপাদন:

২০০৯ সালে কাপ্তাই হ্রদে ৫৫৭৮ মে: টন মাছ উৎপাদন হয়। ইহা ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০,২৮২ মে: টনে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত মাছ স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদাপূরণের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাত করা হয় এবং আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাতাসি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ

হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন:

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মারিশাচরের নিজস্ব হ্যাচারিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৪ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেণু নার্সারী পুকুরে লালন-পালন করত: ৬-৮ ইঞ্চি আকারের পোনা তৈরির পর কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হবে।

মৎস্য হ্যাচারি, মারিশাচর, লংগদু, রাঙ্গামাটি

নার্সারিতে পোনা উৎপাদনঃ

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি সদর ও লংগদু উপজেলায় ৫০ একরের ১৩টি নার্সারি পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

নার্সারিতে পোনা উৎপাদন ও হ্রদে অবমুক্তকরণ

পোনা অবমুক্তকরণঃ

২০০৯ সালে হ্রদে ২২ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৩ মেট্রিক টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে কার্প, শোল ও চিতল মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ:

জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী প্রজনন মৌসুমে প্রতিবছর মে হতে ৩/৪ মাস কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয় । এ নিষেধাজ্ঞার আদেশ কর্পোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ বেতার, স্থানীয় ক্যাবলে, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করা হয় । এ সময়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌ-পুলিশ, পুলিশ ও আনসারসহ বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে হ্রদের মাছ আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পাহারা ও তদারকি জোরদার করা হয় যা হ্রদে সকল প্রজাতির মাছের বংশ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় ।

অবৈধ জাল আটক এবং ধ্বংস করা হচ্ছে

হ্রদের মৎস্য সংরক্ষণে পরিচালিক অভিযান:

কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোণায় গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো । এতে হ্রদের মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হতো । বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ, নৌ-পুলিশ এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৮৪টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে । এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মা মাছ রক্ষা পাচ্ছে । এছাড়া নিয়মিত অবৈধ জাল আটক করা হচ্ছে ।

নৌ-পুলিশের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদ ও আটককৃত মাছ

মৎস্যজীবীদের বিকল্প খাদ্য সহায়তা প্রদান:

প্রজনন মৌসুমে (মে-জুলাই) মাছের সুষ্ঠু বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত ৩/৪ মাস মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্যজীবীদের কোন কাজ থাকে না। ২০২২ সালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে ২৪,৯৫৩ জন মৎস্যজীবীকে ১,৪৯৮ মেট্রিক টন চাল/খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

ভিজিএফ চাল বিতরণ

শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ (Dry fish prodcution & marketing):

কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে ২০২১-২২ সালে ৪৬০ মে. টন শুঁটকি উৎপাদন করে যা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করা হয়।

শুঁটকি মাছ

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি এবং সাবেক সচিব জনাব রওনক মাহমুদ ৩১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে কাপ্তাই হ্রদে কর্পোরেশনের মৎস্য আহরণ, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময়ে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদনের বিষয়ে সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করেন। সভায় কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করেন

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটিকে আহবায়ক করে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশমালার উপর মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মৎস্যজীবী প্রতিনিধিদের নিয়ে ০২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চূড়ান্ত করা হয়।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের কর্মশালা

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য:

* কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন ২০৪১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
* হ্রদের প্রকৃত মৎস্য উৎপাদন নিরূপনের লক্ষ্যে জরিপকার্য পরিচালনা;
* টেকসই মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, বেকার যুবকসহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন;
* হ্রদের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ;
* হ্রদের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৪১):

* কার্প জাতীয় মাছের পোনা নিধন হ্রাস এবং পোনা বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেচকি জালের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭০০ ফুট, প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৫ ফুট এবং ফাঁস সর্বনিম্ন ০.৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ করা;
* মৎস্যজীবীদের উৎসাহিত করার নিমিত্ত মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে হতদরিদ্র ১০ জন মৎস্যজীবীকে কেচকি জাল ও বৈধ সরঞ্জামাদি সুলভ মূল্যে বিতরণ;
* কাপ্তাই হ্রদে প্রতি বছর ১ মে হতে ১৫ মে এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ২০০ মেট্রিক টন কার্প মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
* কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি আকারের রুই ও মৃগেল এবং ৮ ইঞ্চি আকারের কাতলা মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
* ২০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন হ্যাচারি স্থাপন;
* বোয়াল, টাকি, শোল, চিতল ও আইড় মাছের পোনা অবমুক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ৩০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
* অভয়াশ্রম ও হ্রদের নিরাপদ অংশে পোনা অবমুক্তকরণ;
* চিতল, ফলিসহ মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবমুক্তকৃত পোনার আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হ্রদের তলদেশের গাছের গুঁড়ি বা গুইট্যা উৎপাটন রোধকল্পে মাসে কমপক্ষে ৪টি অভিযান পরিচালনা;
* অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে পর্যায়ক্রমে হ্রদের ৫০টি ঘোনা/ক্রিক/ডেবায় (৮০ একর) ১০০ মেট্রিক টন পোনা উৎপাদন;
* হ্রদের পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে মৎস্যজীবীসহ স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে প্রতি মাসে এক বা একাধিক দিন হ্রদের পানিতে ভাসমান পলিথিন, প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি আবর্জনা পরিষ্কার;
* জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ হাজার লিফলেট বিতরণ, ২০টি বিলবোর্ড স্থাপন, একটি ডকুমেন্টারি তৈরী ও প্রচার;
* মাছের প্রজনন মৌসুমে (মে হতে জুলাই) নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও টহল জোরদার;
* অবৈধ কারেন্ট জাল ও জাগ দিয়ে নির্বিচারে মাছের পোনা নিধন রোধকল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌ-পুলিশের সহায়তায় মাসে কমপক্ষে ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং জব্দকৃত কারেন্ট জালসহ অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্তকরণ;
* কাপ্তাই হ্রদ ও হালদা নদী হতে পর্যায়ক্রমে মাছের ৫০ কেজি ডিম/রেণু এবং বিএফআরআই হতে এফ-৪ জেনারেশনের ২০০ কেজি পোনা সংগ্রহ ও প্রতিপালন করে ব্রুড স্টক তৈরি;
* মাছের অপচয় রোধ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে ২০ জন মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিক নিয়ে প্রতিমাসে ০১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন;
* কাপ্তাই হ্রদে মাছ উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য নিরূপনে জরিপকার্য পরিচালনা করা;
* কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে মাসিক মৎস্যজীবী প্রতি ২০ কেজির স্থলে পর্যায়ক্রমে ৫০ কেজি করে চাল খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা;
* জেলেদের প্রকৃত সংখ্যা নিরুপনের লক্ষ্যে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদকরণ;
* হ্রদের পানির সকল স্তরের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে হ্রদের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্প জাতীয় মাছ শতকরা ৪০ ভাগ, রাক্ষুসে মাছ ৩০ ভাগ ও সর্বভুক মাছ ২০ ভাগে উন্নীতকরণ এবং কেচকিসহ অন্যান্য ছোট মাছ শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা;

- ✶ হ্রদের পানির স্তর, পানির গুণাগুণ, পুষ্টি প্রবাহ, উৎপাদনশীলতা ও প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে বিএফআরআই ও সিভাসু এর মাধ্যমে হ্রদে প্রজাতি ভিত্তিক পোনা মজুদের পরিমাণ ও অনুপাত নির্ধারণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত সমন্বিত ফলাফল বিএফডিসি কর্তৃক বাস্তবায়ন;
- ✶ বিলুপ্তপ্রায় দেশী মাছ রক্ষা ও মাছের স্বত:স্ফূর্ত প্রজননের নিমিত্ত নেভিগেশন রুট পরিহার করে অভয়াশ্রম তৈরি;
- ✶ মাছের প্রাকৃতিক ক্ষেত্রসমূহে অভয়াশ্রম ঘোষণাপূর্বক অভয়াশ্রমের সংখ্যা ও আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি;
- ✶ হ্রদে বিদ্যমান প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সঞ্চিতপলি খননের মাধ্যমে অপসারণপূর্বক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ✶ প্রণীত ২০ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করত: কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীত করা ।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর:

জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয় । ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ১০টি সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদান করে । উক্ত ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করা হয় । আহরিত মাছ অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । এ ইউনিটে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং, আনডকিং, বার্থিং, মেরামত, মৎস্য অবতরণ, বরফ উৎপাদন, ট্রলার বহর পরিচালনা এবং জাল মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা হয় ।

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ টন ও ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে । দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরী করা হয় । এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয় ।

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড

ট্রলার বহর:

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। দেশে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে কর্পোরেশন। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এফ.ভি.রূপচান্দা

বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিশিং ট্রলারসমূহ দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড:

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হওয়ায় পুরাতন মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরীর চাহিদা পূরণ কষ্টসাধ্য ছিল। ফলশ্রুতিতে এ খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট, ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এতে বছরে প্রায় ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। এতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদানসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে মেরামতের জন্য ডকিংকৃত ট্রলার

টি-হেড জেটিতে ফিশিং ট্রলার বার্থিং:

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়াড প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে ২০টি বড় আকারের মাছ ধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয় ।

টি হেড জেটি ও বার্থিংরত ফিশিং ট্রলার

ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত সতেজ মাছ বাজারজাতকরণ:

কর্পোরেশন ঢাকা মহানগরের অধিবাসীদের নিকট ১০টি ভ্রাম্যমান ফ্রিজারভ্যান এর মাধ্যমে ১৬টি স্পটে মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে । এ শহরে বার্ষিক ১৫০ থেকে ২০০ মেট্রিক টন মাছ বাজারজাতকরণ করা হয় । এছাড়া কর্পোরেশন ফিশভ্যানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এসএসএফ কর্মকর্তা/সদস্যদের সতেজ মাছ সরবরাহ করে । কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছ সংগ্রহ করে ভ্রাম্যমান ফিশভ্যানগুলোর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় করা হয় এবং এতে ফরমালিন টেস্টের ব্যবস্থাও রয়েছে ।

কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয়

বরফ উৎপাদন ও বিক্রয়ঃ

কর্পোরেশনের পাথরঘাটা, কক্সবাজার, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, মোহনগঞ্জ ও রাঙ্গামাটি কেন্দ্রে মোট ৮টি নিজস্ব বরফ উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রের অবতরণকৃত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বরফকল হতে বছরে প্রায় ১০,৯৪৫ মেট্রিক টন বরফ উৎপাদন করা হয় যা সরাসরি মৎস্যজীবীদের নিকট সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

কর্পোরেশনের বরফকলে উৎপাদিত বরফ

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটে আলোকসজ্জাকরণ, বঙ্গবন্ধু'র মৎস্য শিল্পে অবদান নিয়ে প্রচারণা, কুটা মাছ ও ভ্যালু এ্যাডেড মাছ প্রদর্শনী ও বিক্রয়, ব্যবসায়ী ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা, উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক সভা, দোয়া মাহফিল ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের ২০টি এতিমখানায় ১০০০ কেজি রুই মাছ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ঢাকায় বিভিন্ন এতিমখানায় বিনা মূল্যে রুই মাছ বিতরণ কার্যক্রম

কর্পোরেশনের সকল কেন্দ্রে ভোক্তাদের বিনামূল্যে মাছের ফরমালিন টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । এছাড়া ১৫ আগস্ট ২০২১ এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কর্মকর্তা/কর্মচারি ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ।

‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উদযাপনঃ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় । এ কর্মসূচির আওতায় ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটের ভবন ও স্থাপনাসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোকসজ্জাকরণ, ব্যানার স্থাপন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় । এছাড়া ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে জাতীয় শোক দিবস পালন, আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় । ০১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ২০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কাপ্তাই হ্রদ অঞ্চলের মোট ৭জন মৎস্যজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা/বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিনামূল্যে কেচকি জাল বিতরণসহ মহান বিজয় দিবস সম্পর্কিত আলোচনা এবং দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয় ।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প (Ongoing development projects):

কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্পঃ

কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণের ফলে শুটকি প্রক্রিয়াকরণ কাজের সাথে জড়িত ৪৬০৯টি পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ১৯৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল এলাকায় নিরাপদ শুটকি উৎপাদনের নিমিত্ত কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় । প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন করা যাবে । পাশাপাশি শুঁটকি শিল্পের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।

কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্পের নির্মাণাধীন অফিস ভবন

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প:

২৯.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ৩০ জুন ২০২১ তারিখে অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ৬,৮০০ মেট্রিক টন নিরাপদ মৎস্য অবতরণ ও বিপণন সুবিধা প্রদান করা যাবে। পাশাপাশি ১ হাজার জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৮৭.৭৭ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ২৭ জুন ২০২২ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে।

৯. SDG ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১২ (পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা) ও ১৪ (টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১২ এর লক্ষ্যমাত্রা-১২.৩ অর্জনের নিমিত্ত অত্র কর্পোরেশনের আওতায় 'সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্প এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১৪ এর লক্ষ্যমাত্রা-১৪.৭ অর্জনের লক্ষ্যে 'কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন' প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও 'দ্বি-চ্যানেলবিশিষ্ট স্লিপওয়েসহ পূর্ণাঙ্গ ডকইয়ার্ড নির্মাণ'; 'Improvement of Bangladesh Fisheries Development Corporation Fish Landing Center, Cox's Bazar' এবং 'কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা-১২ (পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন) এর ১২.৩ বাস্তবায়নে সহযোগিতার নিমিত্ত অত্র কর্পোরেশন কর্তৃক উপকূল ও হাওর অঞ্চলে ৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ জুন/২০২১ মাসে সমাপ্ত হয়।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

কর্পোরেশনে ২০২০-২১ অর্থবছরে অডিট আপত্তি ছিল ২২১টি এবং উক্ত অর্থবছরে ১৫টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট ২০৬টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া এ অর্থবছরে ২৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে ৬০ জনঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১২. ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে "ক্রিক নার্সারি" ও "কাপ্তাই হ্রদে চিতল মাছের আধিক্য বৃদ্ধিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পোনা উৎপাদন" নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়।

ক্রিক নার্সারি: শুষ্ক মৌসুমে হ্রদের বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দিয়ে নার্সারি পুকুরের মত ছোট ছোট ক্রিক নার্সারি সৃষ্টি করা হয়। উক্ত ক্রিকসমূহে রেণু পোনা অবমুক্ত করে লালন পালন করা হয়। লেকের পানি বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বেই রেণু বড় হয়ে পোনায় পরিণত হয় এবং হ্রদের পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে পোনাগুলো হ্রদের পানির সাথে মিশে যায়। হ্রদের পানিতে রেণুগুলো লালন পালন করায় এগুলোর অভিযোজন ক্ষমতা অন্যান্য মাছের থেকে বেশি হবে বলে আশা করা যায়। কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্তির জন্য অধিক পরিমাণ পোনার সরবরাহ নিশ্চিত হবে।

কাপ্তাই হ্রদে চিতল মাছের আধিক্য বৃদ্ধিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পোনা উৎপাদন: কাপ্তাই হ্রদে চিতল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পোনা উৎপাদন করা হয়। চিতল মাছ দ্রুত বর্ধণশীল এবং টেকসই হওয়ায় এটি সহজেই উৎপাদন এবং হ্রদে অবমুক্ত করা সম্ভব। চিতল মাছ অত্যন্ত টেকসই মাছ হওয়ায় এটি লেকের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। চিতল মাছের চাহিদাও অনেক বেশি এবং জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে। হ্রদে কেচকি, চাপিলা জাতীয় ছোট মাছের আধিক্য হওয়ায় রাক্ষুসে স্বভাবের চিতল মাছ ছোট মাছগুলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে হ্রদের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক হবে।

১৩. আই.সি.টি/ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইটে www.bfdc.gov.bd সকল তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ৭০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি নিষ্পন্ন করা হয়। ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ৫৫% দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ঢাকা শহরে অনলাইনে (www.bfdconlinefish.com) মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়।

সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটের প্রায় ৮০% কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সরকারি ই-মেইল আইডি চালু আছে। কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল, সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলি অনলাইনে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাস্তবায়নাধীন "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল সার্ভিস অটোমেশনের জন্য আইসিটি বিভাগ ও এটুআই এর কারিগরি সহায়তায় Software তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম ৯৯ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ০৯ জুন ২০২২ তারিখে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও বহি:স্থ ইউনিটসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে (www.bfdc.gov.bd) অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা আছে। এতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৬. আয়-ব্যয়:

কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয় ৫০.৮৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ৩৯.৪৭ কোটি টাকা। অপারেশনাল লাভ হয় ১১.৩৬ কোটি টাকা।

১৭. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ক. ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখের একনেক সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি খাতে গভীর সমুদ্রের টুনা, সমজাতীয় পেলাজিক মাছসহ অন্যান্য মাছ আহরণের নিমিত্ত প্রথম পর্যায়ে ৪টি ডিপ সি ফিশিং ট্রলার ক্রয় ও আহরিত মাছ রপ্তানির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণ জোন স্থাপন।

খ. দেশের সরকারি খাস পুকুর, দিঘি, হ্রদ, খালবিল ইত্যাদি জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।

গ. উপকূলীয় এলাকার সুবিধাজনক স্থানে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ডকইয়ার্ড এবং বার্থিং এর জন্য টি-হেড জেটি স্থাপন।

ঘ. মাছের প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে দেশের সকল জেলায় স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানা/কেন্দ্র স্থাপন।

ঙ. জনস্বার্থে দেশের মৎস্য খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৮. উপসংহারঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসরণে দেশের মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এতে দেশের মৎস্য খাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্পোরেশন স্থানীয় উপযোগিতা নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

www.mfacademy.gov.bd

ক. ভূমিকা:

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্তদেশ পুনর্গঠন কাজের অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত/নিমজ্জিত/অর্ধনিমজ্জিত জাহাজ এবং বিস্ফোরক মাইন ইত্যাদি অপসারণপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাদের নির্ধারিত কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্য সম্পদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহা আহরণের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকার তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের নিমিত্তে অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি মৎস্য শিকারি জাহাজ (ট্রলার) প্রদান করেন। ভবিষ্যতে যাতে দেশিয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা উক্তট্রলারসমূহ পরিচালনা করা যায় এবং আরও ব্যাপক হারে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণ করা যায় সে উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার কর্তৃক রাশিয়ান সরকারের কারিগরি সহযোগিতায় **'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি'** প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ একাডেমি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত একটি অন্যতম মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০১৮ সাল থেকে এ একাডেমির নটিক্যাল ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্যাডেটগণ নৌবাণিজ্যিক জাহাজে চাকরির সুযোগ গ্রহণের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় Seaman Book/CDC (Continuous Discharge Certificate) লাভ করছে। তাছাড়া ২০১৮ সালে এ একাডেমিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির অধিভূক্তকরতঃ কোর্স কারিকুলাম ৪ বছর মেয়াদি বি.এসসি. অনার্স পর্যায়ে উন্নয়ন করা হয়েছে। ইহার ফলে একাডেমি সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশকৃত ক্যাডেটদের দেশে-বিদেশে বহুমুখী চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ. রূপকল্প (Vision):

মেরিটাইম সেক্টরে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

গ. অভিলক্ষ্য (Mission):

আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

১. গভীর সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার ও নৌ বাণিজ্যিক জাহাজ চালানো, জাহাজের ইঞ্জিন অপারেশন, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ার উদ্দেশ্যে প্রি-সী ট্রেনিং ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. সমুদ্রে মৌলিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে নৌ-কর্মকর্তা ও নাবিকদের এনসিলিয়ারি ট্রেনিং প্রদান করা।

৩. সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার, নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ এ নিয়োজিত অফিসারদের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী পরীক্ষার প্রস্তুতির নিমিত্তে রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনা করা।

ঙ. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions):

১. প্রতি শিক্ষাবর্ষে ব্যাচ ভিত্তিতে নটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগে ৩৫ জন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৩৫ জন এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগে ২০ জন দেশিয় শিক্ষার্থী ক্যাডেট ভর্তি করা। কখনো কখনো প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যাচভিত্তিক ক্যাডেট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

২. নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২(দুই) বছর মেয়াদী প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী ৪ বছর মেয়াদী/বিএসসি (অনার্স) ইন নটিক্যাল স্টাডিজ, বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ শীর্ষক শিক্ষা কোর্সসমূহ যুগপৎভাবে পরিচালনা করা।

৩. সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা ইত্যাদি।

চ. সাংগঠনিক কাঠামো:

ক্রমিক	অনুমোদিত পদের নাম	বেতন গ্রেড	পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
ক.	অধ্যক্ষ	৪	১	প্রেষণে-১	-
খ.	ঊর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর	৫	২	প্রেষণে-১	১
গ.	ইন্সট্রাক্টর	৬	৫	নিয়মিত-৩ প্রেষণে-১	১
ঘ.	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৯	৫	নিয়মিত-২ প্রেষণে-১	২
ঙ.	মেডিকেল অফিসার-কাম-ইন্সট্রাক্টর	৯	১	প্রেষণে-১	-
চ.	এডুকেশন অফিসার	৯	২	১	১
ছ.	ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর	১০	১	প্রেষণে-১	-
জ.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১	১	১	-
ঝ.	ফোরম্যান (মেকানিক্যাল)	১১	১	১	-
ঞ.	অন্যান্য কর্মচারী	১৩-২০	৪৪	নিয়মিত-৩৯ আউটসোর্সিং-২	৩
	মোট	-	৬৩	৫৫	৮

ছ. ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক সচিত্র নাতিদীর্ঘ বর্ণনা:

১. ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতা:

প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার (%)
নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত ২ (দুই) বছর মেয়াদি প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স	৬৫ জন	৬৪ জন	৯৮
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইমি ইউনিভার্সিটি কর্তৃক ৪ (চার) বছর মেয়াদী বিএসসি/বিএসসি (অনার্স) কোর্স	৩০ জন	১৪ জন	৪৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি মহোদয়ের প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ০৬ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১তম ব্যাচের মুজিববর্ষ পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ.ম রেজাউল করিম, এমপি মহোদয় কর্তৃক বেস্ট অল রাউন্ডার গোল্ড মেডেল বিতরণ করছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি মহোদয়ের প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ০৬ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১তম ব্যাচের মুজিববর্ষ পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ.ম রেজাউল করিম, এমপি মহোদয় পাশকৃত ক্যাডেটদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি মহোদয়ের প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ০৬ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১তম ব্যাচের মুজিববর্ষ পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ.ম রেজাউল করিম, এমপি মহোদয় ভাষণ প্রদান করছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি মহোদয়ের প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ০৬ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪১তম ব্যাচের মুজিববর্ষ পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠানের সভাপতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মান্যবর সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন।

২. ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়ন:

ধরন	বরাদ্দ	ব্যয়	হার (%)
অনুন্নয়ন বাজেট	৯৪২.০০ কোটি	৯১৭.০০ কোটি	৯৭%
উন্নয়ন বাজেট	নাই	নাই	

৩. ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আয়:

ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আয়	৬৫.০০ লক্ষ টাকা	৩৯.৫০ লক্ষ টাকা

জ. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) বাস্তবায়ন:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি Annual Performance Agreement (APA) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য ফরম্যাটে প্রনীত হয়েছে এবং সফলভাবে ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য ফরম্যাটে যথাসময়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে কাজ চলমান আছে।

ঝ. SDG অর্জনের অগ্রগতি:

SDG লক্ষ্যমাত্রার ক্রমিক নং-১৪ "Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable development" এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ একাডেমি অবদান রাখছে। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ যার সুদীর্ঘ ৭১০ কিলোমিটার উপকূল লাইন এবং ১,১৮,৮১৩ বর্গ.কি. সামুদ্রিক এলাকা আছে এবং সুনীল অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে প্রি-সী ট্রেনিং এবং স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কোস পরিচালনাসহ গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা হয়।

ঞ. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ একাডেমির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তিতে বড় ধরনের কোন দুর্নীতি, জালিয়াতি ইত্যাদি নেই।

ক্রমপূঞ্জিত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা (টাকার পরিমাণ)	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা (টাকার পরিমাণ)	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা (টাকার পরিমাণ)
৬	২৩২.৬১ লক্ষ	২	০.১৯ লক্ষ	৪	২৩০.৪১ লক্ষ

ট. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ একাডেমিতে নিম্নের সারণী অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেনঃ

বিবরণ	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	২৭	৩৬
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	নেই	নেই

ঠ. ইনোভেশন কার্যক্রমঃ

একাডেমির প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করাসহ ক্যাডেটদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ সহজীকরণের উদ্দেশ্যে মার্চ ২০২২ সালে 'MFA-Marine Fisheries Academy' শিরোনামে একটি মোবাইল Apps চালু করা হয়েছে।

ড. আই,সি,টি/ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকল্পে একাডেমির কোর্স কারিকুলামে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬১ ওয়ার্কস্টেশন সম্পন্ন আইসিটি ল্যাব এবং ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত ও দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। ই-নথির ব্যবহার জোরদার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। একাডেমির ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে সকল স্থাপনা সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

একাডেমির ক্যাডেটদের আইসিটি বিষয়ে ক্লাশে অংশগ্রহণ

ডিজিটাইল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবের ক্লাশে অংশগ্রহণ

ঢ. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থাঃ

অভিযোগ এবং সেবার মান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য এ দপ্তরের প্রশাসনিক ভবনে নির্ধারিত স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সুবিধার্থে একাডেমির ওয়েবসাইটে GRS সেবা বক্স স্থাপন করা হয়েছে। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে এ দপ্তরে অনলাইনে কিংবা অফলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

ণ. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে এ একাডেমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশিকা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করেছে। এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রমাণকসহ যথাসময়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন উর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর (নেভিগেশন), লেঃ কমান্ডার এম হাসানুজ্জামান, (এনডি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন।

একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন এডুকেশন অফিসার (ফিজিক্স), জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান।

একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, জনাব মুঃ সরওয়ার হোসেন।

একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ, (জি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন যন্ত্রপাতি পরিচর্যাকারী, জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন।

ত. উপসংহারঃ

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি-সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নৌ বাণিজ্যিক সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে দেশের অন্যতম পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ একাডেমি হতে উত্তীর্ণ ক্যাডেটগণ একদিকে গভীর সমুদ্রগামী ফিশিং জাহাজ/ট্রলার, জাহাজ নির্মাণকারী/মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি সেক্টরে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখাছে। অন্যদিকে ক্যাডেটগণ দক্ষতার সাথে ফিশিং জাহাজ/ট্রলার, নৌ বাণিজ্যিক জাহাজ, জাহাজ নির্মাণকারী/মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি সেক্টরে বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
www. bvc-bd.org

ভূমিকাঃ
ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (Statutory Body)। ইহা দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পেশাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিগত ১০ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ জারি করা হয়। গুণগত মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে ইহাকে প্রয়োগ করা ও ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। অত্র প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ আর্মি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশাগত কাজে কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রানিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণিরস্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন যা নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা রাখছে।

২. রূপকল্প (Vision):
মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission:
ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেশাজীবিদের সক্ষমতাকে সময়োপযোগী রাখা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objectives):
- পেশাজীবিদের দক্ষতার মান বজায় রাখা,
- গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করা;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;
- পেশাগত শৃংখলা রক্ষা করা;
- ইথিক্যাল মানদন্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions):

- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ণ, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন ইত্যাদি;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ, কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান, বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পেশা বহির্ভূত বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম

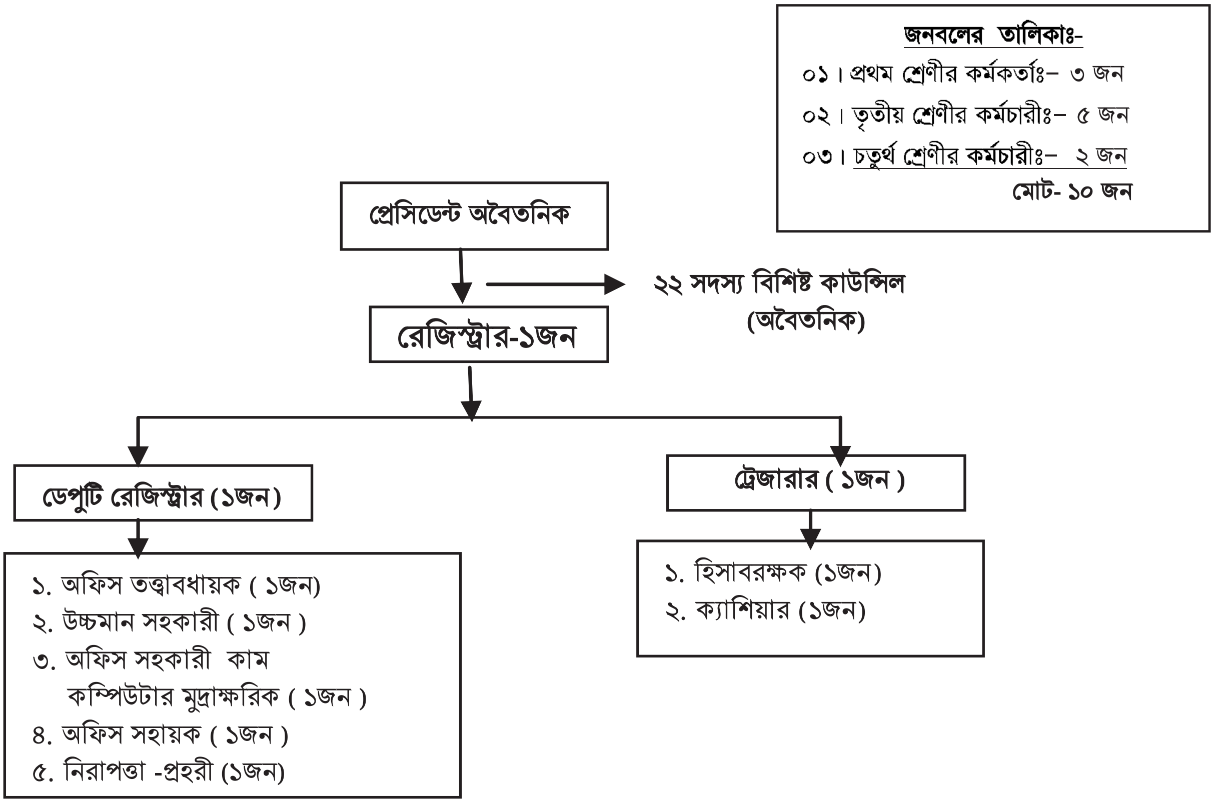

৭. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক সচিত্র নাতিদীর্ঘ বর্ণনা:

ক. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভি পি আর) প্রদান:

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে নামের আগে 'ডা:' উপাধি ব্যবহার বা কোন প্রকার পেশাগত কাজ বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৪৯৮ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

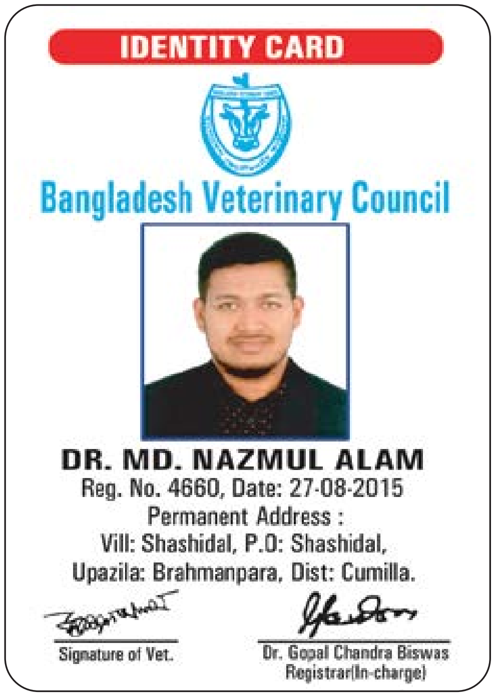

পরিচয় পত্র

খ. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পি আই সি) প্রদান:

তৃণমূল পর্যায়ের খামারীরা যাতে প্রতারিত না হয় এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের নিকট থেকে মানসম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৫৩০ জন পেশাজীবীকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে।

গ. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভি ই আই) পরিদর্শন:

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, খামার ও টিচিং, ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কি মানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সরজমিনে পরিদর্শন করে থাকে। অত্র দপ্তর বিগত অর্থবছরে ৯টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে।

বিভিন্ন ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি

ঘ. প্র্যাকটিস কেন্দ (পি সি) পরিদর্শনঃ

ভেটেরিনারিয়ানরা প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছে ও ইথিক্যাল মানদণ্ড মেনে চলছে কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অত্র দপ্তর ১ বছরে ২০টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে।

বিভিন্ন ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস্ কেন্দ্র

ঙ. ভবন নির্মাণ প্রকল্পঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে দীর্ঘ ৩১ বছর পর বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ করা হয়। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের সদিচ্ছার কারণে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ১৬৮৩.৩৪ লক্ষ টাকার একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০তলা ভিতের উপর ৫ তলা ভবনের কাজ জুন'২২ মাসে সম্পন্ন হয়। এই ভবনে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কনফারেন্স হল, বোর্ড রুম, ভিডিও কনফারেন্স, ই-লাইব্রেরী, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরী ও মহিলাদের জন্য নামাজের জায়গার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে আইসিটি শাখা ও শক্তিশালী ডাটাবেজ যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং পেশা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ভেটেরিনারিয়ানদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

চ. কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ:

১. ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মানোন্নয়নে ২২৫ জন পেশাজীবী প্রশিক্ষণে এবং ৩৩৩ জন পেশাজীবী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২. দাপ্তরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১১ জনকে গড়ে ৭০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছ. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রনয়ণ ও হালনাগাদকরণ:

বর্তমান সরকারের **"ডিজিটাল বাংলাদেশ"** গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিস্ট্রার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০০০ ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া ফলে নতুন ডাক্তাররা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে ডাক্তাররা তাদের যে কোন তথ্য ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারী এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের কাঙ্ক্ষিত ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন। বর্তমানে বর্নিত ডাটাবেজটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

জ. নারী শিক্ষার প্রসার:

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিল না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করাতে বর্তমানে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পুরুষ ভেটেরিনারিয়ানদের বিপরীতে নারী ভেটেরিনারিয়ানদের হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ৪.২% এবং ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২%। জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ সালে ২৫.৭৭%, ২০১৭-২০১৮ সালে ২৬.০৪%, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫.৭০%, ২০২০-২১ অর্থবছরে ২১.৩৭%। ভেটেরিনারিতে নারী শিক্ষার হার আরও বৃদ্ধির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬টি প্রতিষ্ঠানে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

নারী শিক্ষার প্রসার

ঝ. নারীর ক্ষমতায়ন:

নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তারা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, টিকা দান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম্য মহিলারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ডিম ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৭ম বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ মেয়াদের জন্য স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিল বিগত বছরের মত শতভাগ কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট থাকবে।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি:

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG-এর Goal Ges Target ম্যাপিং করা হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে খসড়া Action plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

SL.	8th five year Plan Targets (Quantitative or qualitative with page no	Baseline (2020)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	SDG Goad/ Target	Cross cutting Ministry /Division	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Provide Policy support the accelerate the development of private and community-based veterinary services including compliant private veterinary diagnostic centers, clinics and hospitals[P 309] [Q]	-	-	-	-	-	-	-	Bangladesh Veterinary Council	
13.1	Professional Registration and ID Card	440	450	460	470	480	500	2.3		BVC act 2019 clause 7a,19 & 25
13.2	Veterinary Educational Institute visit and accreditation.	3	3	4	4	5	5	4.3.4		BVC act 2019 clause 15 & 24
13.3	Professional skill development and Continuing Education(CE)	480	500	525	560	600	650	4.4, 4.7.1		BVC act 2019 clause 7h
13.4	Veterinary Practice Centre Visit and accreditation	16	18	20	22	24	25	2.3		BVC act 2019 clause 30
13.5	Awareness building of pre-veterinary female student in Veterinary Education and profession.	4	6	10	12	15	18	4.3		APA Program 5 & Master plan clause 27

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল (বিভিসি)	৩৭	১৮	১৯	-	-	

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

ভেটেরিনারিয়ানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৭০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম:

২০২১-২০২২ অর্থবছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কিছু কাজ সহজ করা হয়েছে, যেমন: প্রাণিচিকিৎসকদের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ, Online এ Recommendation letter প্রাপ্তি এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা। ঝটপট ভেট. ডক্টর'স নামে একটি মোবাইল App তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে কাঙ্ক্ষিত ডাক্তার খুঁজে পাবেন।

১৩. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

অত্র দপ্তরের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তাকে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে e-tendering এর মাধ্যমে ৯টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং e-nothi এর মাধ্যেমে ১৩৪৫টি পত্র জারি করা হয়েছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত এক ঘন্টাব্যাপী ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করার জন্য কাউন্সিল সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

কাউন্সিলে একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। গত বছর প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৬. উপসংহার:

ভেটেরিনারি পেশা, পেশাজীবী ও শিক্ষার অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাউন্সিল বর্তমান সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আশা করছি সরকারের অব্যাহত সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে ভেটেরিনারি সেবা, পেশা ও শিক্ষার মান আরো উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

www.flid.gov.bd

ভূমিকা:

বলা হয়ে থাকে, "Connectivity is productivity"। অর্থাৎ সংযুক্তিই উৎপাদনশীলতা। সংযুক্তি বাড়লে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অংশীজনদের সঙ্গে সংযুক্তির এ মহামূল্যবান কাজটি করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। এ দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার মাধ্যম হিসেবে এ খাতের বিভিন্ন অর্জন, উদ্ভাবন ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েব পোর্টাল, নিউজ পোর্টাল, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

রূপকল্প (Vision):

বিপুল জনগোষ্ঠীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক নতুন নতুন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত প্রযুক্তি অবহিতকরণসহ উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার।

অভিলক্ষ্য (Mission):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাঁদের উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত উন্নত কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে সরবরাহ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অত্র দপ্তরকে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভাণ্ডর' হিসেবে রূপায়িত করে তথ্য প্রবাহের আধুনিক কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

লক্ষ্য:

সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'ভিশন- ২০৪১' বাস্তবায়নের প্রত্যয়কে এগিয়ে নেওয়াই এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য:

- ✶ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর সর্বোচ্চ সহনশীল (Sustainable) উৎপাদন,খাদ্য নিরাপত্তা (Food security) নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তির (Technologies) সফল কার্যকর হস্তান্তরসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;
- ✶ দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা;
- ✶ আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সংগ্রহ,সংরক্ষণ,মূল্যায়ন,বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ✶ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- ✶ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রচার/সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদর্শন ও সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকরণ;
- ✶ বন্যা ও খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মৎস্য ও পশু-পাখির রোগব্যাধি মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত এলাকায় চাষীদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions):

- ✶ পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ;
- ✶ জাটকা নিধন প্রতিরোধ, মা-ইলিশ সংরক্ষণসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারী টিভি চ্যানেল এবং পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ✶ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মুদ্রণ এবং অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষার্থী এবং চাষী-খামারীদের মধ্যে বিতরণ করা;
- ✶ বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ✶ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, ইলিশ অভয়াশ্রম, ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা, প্রাণিসেবা সপ্তাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ✶ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মেলা, কর্মশালা প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ এবং সংরক্ষণ ও প্রচার ।
- ✶ নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ-মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং দৈনন্দিন গ্রহণের প্রয়োজনীতা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা ;
- ✶ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- ✶ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ✶ বিভিন্ন ধরনের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরা পরবর্তী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে টিভি ফিলার, টেলপ, জিঙ্গেল ও তথ্যচিত্র তৈরি ও প্রচার;
- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং এর চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- মাঠ পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চাষীদেরকে সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শণ;
- কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে জনসম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণসহ সকল আইন ও বিধিবিধান ব্যাপকভাবে প্রচার;
- মৎস্য ও পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা;
- সুফলভোগীদের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা;
- কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলি প্রদর্শন;

সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure):

সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন উপ-সচিব দপ্তর প্রধান হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ১. প্রশাসন ও প্রকাশনা, ২.তথ্য, পরিকল্পনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, ৩.গণমাধ্যম-এ ৩টি শাখা নিয়ে গঠিত। ৫ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাসহ প্রধান কার্যালয়ের মোট লোকবল ৩৭। এ ছাড়া প্রধান কার্যালয়ের অধীন ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল ও কুমিল্লা এ ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটিতে জনবল সংখ্যা ১১ জন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক. মুদ্রণ সামগ্রী:

১. ফোল্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ:

তড়কা রোগ ও তার প্রতিকার শীর্ষক ফোল্ডার, দেশি কৈ মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ফোল্ডার, গুতুম মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি শীর্ষক ফোল্ডার।

২. ফেস্টুন ও ড্রপ ডাউন ব্যানার তৈরি:

মুজিব শতবর্ষ, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ উপলক্ষ্যে ড্রপ ডাউন ব্যানার ও বিভিন্ন ধরনের ফেস্টুন এবং কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় সম্পর্কিত ফেস্টুন তৈরি ও বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন।

৩. পোস্টার মুদ্রণ:

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান শীর্ষক পোস্টার, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ শীর্ষক পোস্টার, গবাদিপশুর ল্যাম্পি স্কিন ডিজিজ বিষয়ে পোস্টার, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২১ শীর্ষক পোস্টার, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২১, তড়কা রোগ ও তার প্রতিকার-শীর্ষক পোস্টার, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ-২০২১ বিষয়ক পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ ।

মাঠপর্যায়ে পোস্টার বিতরণ

৪. লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ:

কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল গবাদিপশু চেনার উপায় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্টকরণ, পশুর চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয়, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ এবং গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কিত লিফলেট ।

লিফলেট বিতরণ

৫. বার্ষিক প্রতিবেদনঃ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ মুদ্রণ ও বিতরণ।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

ব্যানার দিয়ে ট্রাক সজ্জিতকরণ

খ. ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্তে প্রচার সামগ্রী নির্মাণঃ

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্ত প্রামাণ্য চিত্র, টিভিসি ও জিঙ্গেল নির্মাণ করা হয়। যেমনঃ-

১. ঈদুল আযহা ২০২১ উপলক্ষ্যে জিঙ্গেল নির্মাণ।
২. জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষ্যে "রান্নাঘর" শীর্ষক মাছের ভ্যালু এ্যাডেড রেসিপির ৪ পর্ব বিশিষ্ট টিভি ফিলার নির্মাণ।
৩. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২১ বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ।
৪. তড়কা বা এ্যানথ্রাক্স রোগ ও তার প্রতিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ।
৫. 'প্রাণিসম্পদ খাতে স্বাবলম্বী আমাদের বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ।
৬. 'মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ আমাদের বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ।
৭. 'ইলিশ অভয়াশ্রমে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকি' বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ।
৮. 'অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন' বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ।

গ. প্রিন্ট মিডিয়ায় জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তিঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২১, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য ও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ. ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে স্ক্রল প্রচারঃ

"বেশি বেশি মাছ চাষ করি বেকারত্ব দূর করি" বিষয়ক স্ক্রল ৪টি বেসরকারি টেলিভিশনে ৫ দিন প্রচার, ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর ২২ দিন ইলিশ ধরা, পরিবহণ, বিক্রয় নিষিদ্ধ বিষয়ক স্ক্রল ৪টি টেলিভিশনে ৭ দিন ধরে প্রচার, ইলিশ আমাদের জাতীয় সম্পদ বিষয়ক স্ক্রল ৫টি বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচার করা হয়।

ঙ. ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার:

"রান্নাঘর" শীর্ষক মাছের ভ্যালু এ্যাডেড রেসিপির ৪ পর্ব বিশিষ্ট টিভি ফিলারটি ২টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ বিষয়ক জিঙ্গেল ২টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ বিষয়ক জিঙ্গেল ৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়।

চ. এলইডি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার:

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষ্যে রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও বগুড়ায় ৭ দিন ২০টি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার করা হয়। ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে ১২টি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার করা হয়।

ছ. টক-শো:

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'টক শো' আয়োজন করা হয়।

জ. প্রচার প্রসারের কাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

১. "মৎস্য ও প্রাণি সংবাদ" নামে একটি নিউজ পোর্টাল খোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সম্মানীত সচিব ও বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার মহাপরিচালকসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের খবর প্রচারসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও হালনাগাদ তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। নিউজ পোর্টালটির লিংক : motshoprani.org.

২. "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর-অফিসিয়াল পেজ" নামে ফেইসবুক পেজ খোলা হয়েছে। যার লিংক: flid20

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে। যার লিংক: FLID Bangladesh

৪. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর-সংস্থার জনকল্যাণমুখী সকল তথ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল লাগসই প্রযুক্তি, জাত উদ্ভাবন এবং আধুনিক গবেষণাসহ সকল তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় সহজে, স্বল্প সময়ে পৌঁছে দিতে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভাণ্ডার" নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড ও ওয়েববেইজড অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক ও সচেতনতামূলক তথ্য জনগণের নিকট সচিত্র ও ভিডিও আকারে তুলে ধরতে তথ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখপ্রান্তে একটি এলইডি স্মার্ট মনিটর স্থাপন করা হয়েছে।

৬. জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের খবর তুলে এনে তথ্য দপ্তরের নিজস্ব নিউজ পোর্টালসহ দেশের অন্যান্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজকে আরো বেগবান করতে তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসগুলোতে ষান্মাসিক রিপোর্ট প্রদানের ভিত্তিতে "সেরা অফিস অ্যাওয়ার্ড" চালু করা হয়েছে।

ঝ. আধুনিক কনফারেন্স রুম নির্মাণঃ

সর্বাধুনিক ইনটেরিয়র ডিজাইন, এলইডি মনিটর ও সাউন্ডসিস্টেম সমৃদ্ধ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ একটি কনফারেন্স রুম নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ দপ্তরের সকল প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা এবং অনুষ্ঠান এই আধুনিক কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ঞ. প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবাঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অত্র দপ্তর নাগরিকদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে পরামর্শমূলক বিভিন্ন ধরনের তথ্য সেবা ও মুদ্রণ সামগ্রি প্রদান করে থাকে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসসমূহ থেকে ১৪৩ জন চাষী/খামারীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে পরামর্শমূলক তথ্য সেবা ও ১০২০ কপি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার ও পোস্টার প্রদান করা হয়েছে।

ট. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণঃ

অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
০২	৫৯,৭৪,১৫০/-	০২	০২	০২	২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভায় উত্থাপন করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ

২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ২টি এবং ৩ দিন ব্যাপী পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এ দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষণ

আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

১. ডিজিটালাইজেশন:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দপ্তরের সম্মুখভাগে একটি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ডিসপ্লে করা হচ্ছে।

২. সেবা সহজিকরণ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক “মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও বিতরণ” এর মতো অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজকে সেবা সহজিকরণ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বল্প সময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩. ইনোভেশন:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক “মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভাণ্ডার” নামে একটি নতুন অ্যাপ উদ্ভাবন করা হয়েছে। অ্যাপটির মাধ্যমে তথ্য প্রচার করার কাজ চলমান রয়েছে।

“মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার” অ্যাপ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ২টি প্রশিক্ষণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে। সদর দপ্তরসহ আঞ্চলিক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে এতে অংশগ্রহণ করেন।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে কোনো অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নেই। এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

উপসংহার:

দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বাড়লেও দেশের সব মানুষ সমান হারে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করতে পারছে না, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং বেকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষ ও গবাদিপশু-পাখি পালনে উদ্বুদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।